THE RAMAYUNU,

A POEM;

IN FIVE VOLUMES,

Translated from the original Sangskrit,

BY KIRTEE BASS.

VOL. IV.

SERAMPORE,

PRINTED AT THE MISSION PRESS,

1802.

বাল্মীকি কৃত

রামায়ন

মহা কাব্য।

কীর্ত্তিবাস বাঙ্গালি ভাষায়রচিত।

ষষ্ঠ কাণ্ড।

শ্রীরামপুর ছাপা হইল।

১৮০৩।

রামায়ণ।

শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ।

অথ লঙ্কা কাণ্ড সূচি লিখ্যতে।

আদ্য কাণ্ডে রামের জন্ম সীতা দেবীর বিয়া
অযোধ্যা কাণ্ডে বনবাস ভরতে রাজ্য দিয়া।
অরণ্য কাণ্ডে সীতা হরিয়া লইল রাবণ
কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে সুগ্রীবের সংগেতে মিলন।
সুন্দর কাণ্ডে সাগর বান্ধে গাছ পাথর আনি
লঙ্কা কাণ্ডে হইল বীরের হানাহানি।
সাত কাণ্ডের কথা উত্তর কাণ্ডে পড়ে
উত্তর কাণ্ড হইলে রামায়ন নিবড়ে।
সীতা দেবী করিলেন পাতাল গমন
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিত রচিল রামায়ন।

বন্দ গেল সাগর কটক হইল পার
দিনেং রাবন রাজার টুটে অহঙ্কার।
ফাঁফর হইল রাজা গুনে মনেং
শুক সারন দুই চরকে ডাক দিয়া আনে।
শুক সারন বলি তোরে রাজ্যের প্রধান
চলিয়া আইস রামের কটক হইয়া সাবধান
গাছ পাথরে বান্ধা গেল সাগর গভীর
ত্রিভুবনে হেন কর্ম্ম করে কোন বীর।
ভাল মতে জানিহ তুমি বিভীষনের মতি
একেং জানিহ সব যোদ্ধা সেনাপতি।
বল বুদ্ধি জানিহ সব রামের মন্ত্রনা
প্রথমে জানিহ যে প্রধান জনাজনা।
রামের সংহতি থাকে কোন মহাবীর
লঙ্কার আসিয়া কেবা রনে হইবে স্থির।
রাজার আদেশ চর বন্দিলেক মাথে
রাজপ্রদক্ষিন করিয়া যায় মনোরথে।
বানররূপে সম্ভাইল বানর ভিতর
লেখা জোখা নাই যত দেখিল বিস্তর।

কত পার হইল কত হইতে আছে পার
লিখিবার কায থাকুক দেখিতে অপার।
কটক চর্চুয়া বুলে চর দুই জন
দুরে থাকি দেখে তাহা রাক্ষস বিভীষণ।
রাক্ষসের মায়া রাক্ষসে ভাল জানে
চিনিলেক দুই চর রাক্ষস বিভীষণে।
দ্বারের সেবক বলি না করিল ব্যথা
বানর হাতাইয়া কৈল পঞ্চম অবস্থা।
আপনার প্রতীত জানাবার তরে
রথে হইতে ঙলিয়া তখন দুই চর ধরে।
বিভীষণে ঠেলিয়া চর যায় পলাইয়া
দুরে থাকি সুগ্রীব বীর দেখিল চাহিয়া।
শালগাছ ওপাড়িয়া আনে আচম্বিত
মহা কোপে যায় বীর রাক্ষসের ভিত।
এড়িলেক শালগাছ মেঘের বর্ণন
রাক্ষসের বাণে গাছ হইল খানখান।
আর গাছ আনে সুগ্রীব দশ ক্রোশ গোড়া
গাছের বাড়িতে দুই জনার রথ করিল গুড়া

ঘোড়া সারথি পড়িল নাহিক দোষর
গদা হাতে দুই জন জুঝে ঘোরতর।
বানর উপরে করে বাণ বরিষণ
গদার বাড়িতে কেহ ত্যজিল জীবন।
গদার বাড়িতে বানর করে চুরমার
সুগ্রীব বলে বড় বড়াঞি করিস গদার।
মার দেখি গদা বুক পাতিয়া দিনু তোরে
তোর ঘা সহিয়া তোরে পাঠাব জমঘরে।
দুই হাত তুলিয়া পাতিয়া দিল বুক
মার দেখি গদা বানর দেখুক কৌতুক।
বুক পাতিয়া দিল বানর অধিপতি
গদা মারে শুক সারণ প্রাণ শকতি।
বজ্রময় বুক তার বজ্র নির্ম্মান
সুগ্রীবের বুকে গদা হইল খানখান।
গদা মারিয়া দুই জন হইল ফাঁফর
দুই চর বান্ধিয়া নিল রামের গোচর।
বসিয়াছেন রঘুনাথ গুনের সাগর
ডানিদিগে মৈত্র তার সুগ্রীব বানর।

বাম ভিতে বসিয়াছেন অনুজ লক্ষ্মণ
যোড়হাতে বসিয়াছে যত মন্ত্রিগণ।
হেনকালে দুই চর বাইয়া আগুসরে
প্রণাম করিল রাজব্যবহারে দূরে।
ভয়েতে ডরায় চর জীবনের ছাড়ে আস
যত কিছু বলে চর গদগদ ভাষ।
কটক চর্চ্চিতে মোরে পাঠাইল রাবণে
বিভীষণ যত বলে কাটিবার মনে।
লুকাইয়া আইলাম হইলাম বিদিত
বুঝিয়া মন কর গোসাঞি যে হয় উচিত।
চরের কথা শুনিয়া হইল রঘুনাথের হাস
চরের তরে রামচন্দ্র করেন আশ্বাস।
বিভীষণ ধরিলেক কাটিবার মনে
কটক পরিচয় করিবেন সেই বিভীষণে।
রাজক্ষয় যাও তুমি রাজার কর কর্ম্ম
সেবক মারিয়া আমি সাধিব কোন কর্ম্ম।
লুকাইয়া আইলে তুমি বেড়াও সব স্থানে
বোল দুই চারি আমার বলিহ রাবণে।

যাহারে তাড়াইয়া সীতা আনিল সাগর পার
সেই সাগর আমি আজি হইলাম পার।
খরদূষনের কথা শুনিয়াছ কাহিনী
সেই নিত হইবেক প্রভাত রজনী।
যেন তেন নিতে আজি পোহাওক রাত্তি
এক রাক্ষস না রাখিব বংশে দিতে বাতি।
রাজপ্রসাদ দিয়া রাম পাঠাইল চর
রাবন রাজা ভেটে গিয়া লঙ্কার ভিতর।
দাণ্ডাইতে নারে চর লাড়িতে নারে পাশ
উর্দ্ধমুখে বার্ত্তা কহে ঘন উর্দ্ধশ্বাস।
তোমার আজ্ঞায় গেলাম কটকভিতরে
গেলেমাত্র বিভীষন চিনিল আমারে।
বিভীষন ধরিয়া নিল কাটিবার মনে
প্রানদান পাইলাম রঘুনাথের গুনে।
রাম লক্ষ্মন বিভীষন সুগ্রীব রাজনে
বিষ্ণু অবতার রাজা দেখিলাম চারি জনে।
যেন ধনুক তেন বান শ্রীরাম ধরি
আছুক অন্যের কায একা রামে নারি।

ত্রিভুবন সহায় যদি অষ্ট লোক পাল
তবু জিনিতে নারিবে রাম বিক্রমে বিশাল।
শতেকে যোজন বন্ধ গেলত সাগর
দশ যোজন বান্ধা গেল গাছ পাতর।
ওত্তরকূলের জাঙ্গাল ঠেকিল দক্ষিনে
পার হইল বানরকটক জুঝিবার মনে।
কালা২ বানর সব পর্ব্বত আকার
দেখিয়া ডরাই যেন মহা অন্ধকার।
পিঙ্গল বর্নে বানর সব যেন শুয়া পক্ষী
রাঙ্গা বর্নে বানর সব কালা২ মুখী।
ওডে পরমান যেন পর্ব্বতগুলা দেখি
রনে প্রবেশিতে যেন কাটিয়া যায় বুকে।
এক চাপে বানরকটক যায় পৃষ্ঠে২
ওর নাহি পাইযত চাহি এক দৃষ্টে।
গনিয়া বলিতে পারি বরিষার ধারা
দৃষ্টে সংখ্যা হয় যদি আকাশের তারা।
নির্নয় করিতে পারি সাগরের পানী
রঘুনাথের যত কটক নিশ্চয় না জানী।

কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর পাঁচালি
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল আদি প্রথম শিকলি ।

শুকের বচন যদি হইল অবসান
সারণ চর বলে রাবণ দেখ বিদ্যমান ।
আমা সভার বচনে যদি না পাইও সাক্ষী
প্রাচীরে উঠিয়া দেখ আপনার আখি ।
অতি উচ্চ লঙ্কার প্রাচীর সোনার গঠন
চর লইয়া উঠে রাবণ কটক দরশন ।
চতুর্দ্দিগে জল স্থল ছাইয়াছে বানরে
বানরের ঠাট দেখিয়া রাবণ ফাঁফরে ।
দশ সহস্র বৎসর যুদ্ধ করি নিরন্তর
তবু ফুরাইতে নারিব কটক বিস্তর ।
বানর চিনিতে চাহে রাজা লঙ্কেশ্বর
ডাহিন তুলিয়া দেখায় যে সারণ চর ।
সহস্র কোটি বানরে দেখ নীল সেনাপতি
নীল সেনাপতি দেখ নীলের আকৃতি ।

সত্তর কোটি বানর যার পাছু যে লাগে
এমন সত্তর কোটি সুগ্রীবের আগে।
নীল সেনাপতি হেলায় যদি নড়ে
বার প্রহরের পথ কটক আড়ে যোড়ে।
চন্দনায় ঘর দেখ ঐ যে গবাক্ষ
ত্রিশ কোটি বানরেতে দেখহ ধুম্রাক্ষ।
সম্প্রতি বানর দেখ গৌর বর্ণ বীরে
রনে গেলে বিপক্ষ ঠাট পালায় ডরে।
হিঙ্গুলি পর্ব্বতের হিঙ্গুল যেন রঙ্গ
পঞ্চাশ কোটি বানরে দেখ বীর যেন শরভঙ্গ।
মলয় পর্ব্বতের বানর বর্ণে যেন গৌরি
সত্তর কোটি বানরে ঐ দেখহ কেশরী।
শরভের বানর ঐ দেখ সহস্র কোটি
রনেতে পশিলে তারে বিপক্ষ না আটি।
সম্প্রতি বানর ঐ হেলায় যখন নড়ে
দাশ যোজন শরীর তাহার আড়ে যোড়ে।
এগার কোটি বানরে দেখ বানর মহামতি
সহস্র কোটি বানরে কুমুদ সেনাপতি।

ওত্তরের বানর দেখ শতশত গনি
যাহার কটকে চলিতে গগনে ওড়ে ধূলি।
ধূম্র ধূম্রাক্ষ দেখ রাজার দুই শালা
বানরকটক মধ্যে দেখ যেন মেঘমালা।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র দেখ সুষেন নন্দন
আশি কোটি বানর দুই ভাইয়ের ভিড়ন।
ভলুক কটক দেখ মন্ত্রী জাম্বুবান
আশি কোটি বানরে দেখ বীর হনুমান।
গয় গবাক্ষ দেখ ঐ গন্ধমাদন
পঞ্চাশ কোটি বানর দুই ভাইয়ের ভিড়ন।
সুষেন বেজ দেখ ঐ রাজার শ্বশুর
তিন কোটি বৃদ্ধ বানরে আছেত প্রচুর।
সুগ্রীব রাজা দেখ বানরের অধিপতি
ত্রিভুবনে নাহি আছে যাহার সংহতি।
বালি রাজার বিক্রম যানহ ভালেং
তারি ভাই সুগ্রীব রাজা লঙ্কার ভিতরে।
নীল বীর দেখ বিশ্বকর্ম্মার নন্দন
যে নল বান্ধিল সাগর শতেক যোজন।

গাছ পাতরে যেই বীর বান্ধিলেক সেতু
লঙ্কাপুরী বিনাশিব এই জন হেতু।
অঙ্গদ যুবরাজ দেখ বালির কুমার
কুড়ি লক্ষ বানর যার নিজ পরিবার।
রঘুনাথের বানর সংখ্যা নাহি যে জানি
শতেক কোটি বানরেতে এক বৃন্দ গনি।
শতেক কোটি বৃন্দে এক মহাবৃন্দ হয়
শতেক কোটি মহাবৃন্দে অর্ব্বুদ নিশ্চয়।
শতেক কোটি অর্ব্বুদে মহাঅর্ব্বুদ লেখা
শতেক কোটি মহাঅর্ব্বুদে এক খর্ব্ব লেখা।
শতেক কোটি খর্ব্বে এক মহাখর্ব্ব হয়
শতেক কোটি মহাখর্ব্বে শঙ্খ নিশ্চয়।
শতেক কোটি শঙ্খেতে মহাশঙ্খ জানি
শতেক কোটি মহাশঙ্খে এক পদ্ম গনি।
শতেক কোটি মহাপদ্মে এক মহাপদ্মদল
শতেক কোটি মহাপদ্মদলেতে সাগর।
শতেক কোটি সাগরেতে মহাসাগর জানি
শতেক কোটি মহাসাগরে এক অক্ষৌহিণী।

শতেক কোটি অক্ষৌহিনীতে এক অপার
অপারের অধিক গোসাঁঞি গননা নাই আর।
কটক যুড়িয়া আইসে ভূমি আকাশ
কটকের ঠাপ দেখিয়া লাগেত তরাস।
জীবনের বাসনা যদ্যপি থাকে মনে
সীতা লইয়া দেহ রাবন শ্রীরামের স্থানে।
সীতা দিয়া রামেরে যদি না কর পীরিতি
শ্রীরামের হাতে রাজা নারি অব্যাহতি।
গরুড় যেন সাপ পাইলে গিলে ততক্ষনে
তোমার অব্যাহতি নাহি শ্রীরামের স্থানে।
এতেক যদি বলিলেক শুক সারন
কোপে দুই চরে ভৎসে রাজাত রাবন।
পরের কটক চর্চ্চিতে পাঠাইলাম তোরে
পরের বড়াই করিস বেটা আমার গোচরে।
যার পুসাদে বাড়ে হেন রাজা নিন্দে
মরিবারে আইসে বৈরি তাহার তরে বন্দে।
পূর্ব্বে উপকার করিলি এইসে কারনে
আজিকার কোপ এড়াইলে তেকারনে।

দূর চর বেটা পরের না কর বাখান
আপনার দোষে পাছে হারাইস প্রান।
এত যদি রাবন রাজা বলিলেক রোষে
প্রান লইয়া শুক সারন পলায় তরাসে।
যোড়হাত করিয়া বলে বীর মহোদর
হেন চর পাঠাও যে না জানে ব্যবহার।
কথা কহিতে না জানে বেটা সভাবিদ্যমানে
হেন চর পাঠাও তুমি কিসের কারনে।
ডাক দিয়া আনে রাবন শার্দ্দুল নিশাচর
পঞ্চ জন সঙ্গে আইল রাবন গোচর।
পঞ্চ জন মধ্যে তার শার্দ্দুল প্রবীন
রাবন রাজা দিল তার হাতে গুয়া পান।
কোনখানে রামের কটক পোহায় রজনী
কোন বাটে বানর কটক করিল ওঠানি।
চরের প্রসাদে রাজা সকল বার্ত্তা জানে
চরের প্রসাদে রাজা পরচক্র জিনে।
রাম লক্ষ্মন সুগ্রীব রাজা জানিহ ভাল মতে
পরচক্র জানিয়া তুমি আইসহ ত্বরিতে।

রাজার আদেশ চর বন্দিলেক যাতে
গেলে মাত্র ঠেকিলেক বিভীষনের হাতে।
বিভীষন বলে কোতা গেল বানর
হের নাগি পাইয়াছি রাবনের চর।
বিভীষনের বাক্যে বানর চরের চুল ধরে
চারিদিগে বানরকটক বেড়া দিল যারে।
ঘরের সেবক বলি না করিল ব্যথা
বানর হাতাইয়া কৈল পঞ্চ অবস্থা।
আপনার প্রতীত জানাবার তরে
পঞ্চ চর লইয়া গেল রামের গোচরে।
দাণ্ডাইতে নারে চর নাড়িতে নারে পাশ
ঊর্দ্ধমুখে বার্ত্তা কহে ঘন ঊর্দ্ধশ্বাস।
তোমার কটক চর্চ্চিতে পাঠাইল রাবনে
বিভীষন আনিল গোসাঞি কাটিবার মনে।
শ্রীরাম বলেন বিভীষন চর নাই মারি
রাবনে বলিহ মোর বোল দুই চারি।
ঘনং চর পাঠাও কোন প্রয়োজন
তাহায় আমায় সংগ্রাম হইবে দরশন।

আপনি দেখাব যে কটক দুরবার
কেমতে রাবন রাজার হইবে নিস্তার।
মারিব রাবন রাজা করিব খণ্ডখণ্ড
বিভীষনের ওপরে ধরাব ছত্রদণ্ড।
রঘুবংশের নাথ রাম রাবন বধিব
রাবন মারিয়া বিভীষনে রাজা করিব।
রাজপ্রসাদ দিয়া পাঠাইল চর
রাবন রাজা ভেটে গিয়া লঙ্কার ভিতর।
দাণ্ডাইতে নারে চর নাড়িতে নারে পাশ
ওর্দ্ধ মুখে বার্ত্তা কহে ঘন বহেশ্বাস।
তোমার আজ্ঞায় গেলাম কটক চিনিবারে
গেলে মাত্র বিভীষন চিনিল আমারে।
রক্তে বান্ধা হইয়া গেলাম রামের গোচরে
গুনের রাম প্রানদান দিলেন আমারে।
শুক সারন কহিল তোমারে ওপাধিক
তাহাতে রামের কটক দেখিলাম অধিক।

ব্রহ্মার পুত্র দেখিলাম মন্ত্রী জাম্বুবান
জলকন্টক দেখিলাম পর্ব্বতপ্রমাণ।
ইন্দ্ররাজ দেখিয়াছি সকল অনুপম
দেখিয়া চিন্তিনু মনে মানুষ নহে রাম।
প্রচণ্ড পুরুষ রাম শোষর সরীর
আজানু লম্বিত রামের নাভিত গভীর।
উন্নত নাশিক রামের শ্রীখণ্ড কপাল
মল মুল খান তবু বিক্রমে বিশাল।
দুর্ব্বাদলশ্যাম তনু পীত বসন
কন্দর্প জিনিয়া রূপ অভিনব মদন।
রাজহেন নহেন রাম নহে মোর মনে
ত্রিভুবনে বীর নাই রামের সমান।
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক রাম গুনের সাগর
বিপক্ষ বিনাশিতে রাম কাল অনল।
বিপক্ষ না মারেন রাম যে বলে কাতর বানী
যে বড়াই করে তার উপরে ওঠানি।
আছুক অন্যের কায দেবতা মারে নারে
দশ হাজার রাক্ষস একা রামে মারে।

পাত্র মিত্র বুঝায় না লয় তোমার চিত্তে
বিধাতা নির্ব্বন্ধ বুদ্ধি গেল বিপরিতে।
পাঁচালি প্রবন্ধে গীত কীর্ত্তিবাসের মুখে
একা সীতা নাগিয়া রাবন মজে রাজ্যখণ্ডে।
শার্দ্দূল বলে রাবন রাজা কর অবধান
রামের বিক্রম কথা শুনহ সাবধান।
চৌর্দ্দ হাজার রাক্ষস মারে খরদূষন
তাহারে বুদ্ধি দিতে আছে বিভীষন।
শব্দ করিয়া বলিল যখন করিল ওটানি
হেনকালে রাম মোরে দিলেন মেলানি।
দেখিনু শুনিনু যত কহিতে ভয় করি
বুঝিয়া করহ কর্ম্ম লঙ্কার অধিকারী।
শুক সারন কহিলেন সীতা দিবার তরে
অপমান করিলে তার সভার ভিতরে।
আপনি রাজা তুমি বিচারে পণ্ডিত
বুঝিয়া করহ কর্ম্ম যে হয় উচিত।
শার্দ্দূলের বোলে রাবন রাজা হাসে
রাজপ্রসাদ দেয় তারে যত মনে আইসে।

বলয়া কঙ্কন দিল মানিক রতন
শঙ্খ শঙ্খে বাদ্য দিল রাজ যে বাজন।
বিচিত্র নির্ম্মান দিল হার যে কেয়ূর
নানা রত্ন মনি দিল চরনে নূপুর।
চরের বচনে যদি হইল অবসান
অন্তরে চিন্তিল রাবন ওড়িল পরান।
পাত্র মিত্র তরে রাবন দিলেন মেলানি
বিদ্যুত জিহ্বা নিশাচরে ডাক দিয়া আনে।
তোরে বলি বিদ্যুত জিহ্বা মায়ার সাগর
অলঙ্ঘ্য পাত্র তুমি লঙ্কার ভিতর।
সীতা দেবী আনিলাম বড় প্রীত আসে
স্বামী নিকট দেখি শুনিয়া আছেত হরিষে।
এত দিন সীতা মোরে নহিল ভজন
স্বামীর নিকট দেখিয়া সীতা হরষিত মন।
পাত্র কার্য্য কর মোর কুলাও আরতি
রামের ধনুক মুণ্ড করহ ত্বরিত।
ধনুক মুণ্ড দেখিলে সীতা পাইব তরাস
স্বামী দেওরের তরে হওক নৈরাস।

এত যদি বিদ্যুত জিহ্বা রাজার আজ্ঞা পায়
রাযের ধনুক মুণ্ড গড়িবারে যায়।
বসিল বিদ্যুত জিহ্বা করিয়া ধেয়ান
গুরুর চরণ বন্দি যোড়ে ব্রহ্মজ্ঞান।
ধেয়ানে বসিল বিদ্যুত জিহ্বা ধ্যান নাই টুটে
ব্রহ্মজ্ঞানের তেজে ধনুক মুণ্ড উঠে।
বিচিত্র নির্ম্মান সেই ধনুকের গুনে
রত্ননির্ম্মিত কুণ্ডল সোভে দুই কানে।
মুকুতা যিনিয়া দুই দশনের জ্যোতি
কেশ মুণ্ড নির্ম্মান শোভে ভাল বেতি।
চাপা নাগেশ্বর দিয়া বাধিলেক চুড়া
পাত পরল কাপড় রাযের জটায় বেটা:
রাযের মুণ্ড বিদ্যুত জিহ্বা গড়িল মায়ারূপে
রাযের সমান মুণ্ড রাযের সমরূপে।
রাযের সমান ধনুক করিয়া নির্ম্মান
রাবনের আগে নিয়া করিল জোগান।
ধনুক মুণ্ড লইয়া রাবন যায় আস্তেবেস্তে
রাজার আগেতে গেল ভেট লইয়া হাতে।

রামের ধনুক মুণ্ড দেখি রাবন রাজা হাসে
রাজপ্রসাদ দেয় তারে যত মনে আইসে।
বিদ্যুত জিহ্বা নিশাচরে থুইয়া দ্বারে
আপনি সাম্ভাইল অশোকবনের ভিতরে।
মিছা সাঁচা করিয়া পাতে কথার পাতন
যেন মতে পাতিয়ায় সীতা দেবীর মন।
মোর বাক্য নাই শুন বাড়াও জঞ্জাল
তোর অপিক্ষায় রাখিয়াছি এত কাল।
হেন মনে করি তোরে কাটি এই দণ্ডে
তোর রূপে দেখিয়া মোর তথানি কোপ খণ্ডে।
মনে২ ভাব তুমি রামের যত গুন
আজিকার রনে কথা মন দিয়া শুন।
গাছ পাথর বহিয়াছে যত বানরগণ
নিদ্রায় বানরকটক হইয়া অচেতন।
নিদ্রায় বানরকটক যায় গড়াগড়ি
মুণ্ডে২ ঠেকাঠেকি যড়ে হুড়াহুড়ি।
এত সব বার্ত্তা আমি পাই বাইয়া হাতে
শেষ ভাগ রাত্রে গেলাম কেহ নাহি দেখে।

বানরের উপরে আগে করি হানাহানি
বানেতে কাটিয়া বানর করিনু দুইখানি।
বানরের ভিতরে রাম হইল আগুয়ান
খাণ্ডার চোটে মুণ্ড কাটি করিনু দুইখান।
রাম পড়িল লক্ষ্মণ হইল কাতর
দেশের তরে গেল লক্ষ্মণ লইয়া বানর।
বানের ভিতরে সভে সুগ্রীব যে বুড়া
ধুলা মুচড়িয়া যেন পেলিল চিবুড়া।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র ছিল বানর এক যোড়া
দুই পা কাটিলাম তারা দোহে হইল খোড়া।
বানরের ভিতর যার করিস বাখান
হাত পা কাটিলাম পড়িল হনুমান।
এই মত বানরের করিলাম অবস্থা
কাটিল তোমার স্বামী হের দেখ মাতা।
কোথা গেল বিদ্যুত জিহ্বা নামে নিশাচর
রামের ধনুক মুণ্ড সীতার কাছে ধর।
ধনুক মুণ্ড দেখিয়া সীতা বড় পাইলে ব্যথা
কান্দে পড়িল প্রভু বুদ্ধি গেল কোথা।

আপদ পড়িলে প্রভু সহোদর হাতে
বানরকটক লইয়া লক্ষ্মন দেশে নড়ে।
বিদেশে আসিয়া প্রভু হারাইলে জীবন
দেশের তরে গেল লক্ষ্মন এড়াইয়া মরন।
সহোদর ছাড়িয়া দেওর পালইয়া গেলি
রাক্ষসের হাতে মোর প্রভুরে দিয়া ডালি।
কৌশল্যা শাশুড়ি শুনিবেন তোমার মরণ
আনলে প্রবেশ করি তজিব জীবন।
রাজ্যনাশ বনবাস স্ত্রী নিলেক আনে
কোন বিধি বিড়ম্বিল রাম হেন জনে।
সর্ব্ব লোকে বলে মোরে অবিধবা সীতা
আমারে বিধবা কৈল কেমন দেবতা।
অকারনে আজ রাবন তোর প্রীতি আসে
গলায় কাটারি দিয়া যাব প্রভুর পাশে।
যে খাণ্ডায় প্রভুরে করিলি দুইখানি
সেই খাণ্ডায় কাট মোরে যাউক পরানী।
কাতর হইয়া বলেন সীতাত সুন্দরী
বিমুখ হইয়া হাসে লঙ্কার অধিকারি।

পরের মন্দ করিতে অবশ্য পড়েত প্রমাদ
রামজয় বলিয়া বানর ছাড়ে সিংহনাদ ।
বানরের সিংহনাদে কাঁপে লঙ্কাপুরী
ধনুক মুণ্ড লইয়া পলায় লঙ্কার অধিকারী ।
লঙ্কার ভিতর রাবন রাজা বৈসে সিংহাসনে
রাবন বেড়িয়া বৈসে পাত্র মিত্রগনে ।
অশোকবনে কান্দে সীতা করিয়া আক্ষমা
হেনকালে বাহিয়া আইল রাক্ষসী সরমা ।
সীতা বলেন আইস সরমা বহিনী
তোমার অপেক্ষায় আমি রাখিয়াছি পরানী ।
বিষ খাইয়া মরিব অগ্নি করিব প্রবেশ
এতক্ষন আছে প্রান তোমার আশ্বাস ।
যাহ দেখি রাবন রাজা কি করে মন্ত্রনা
কেমনে প্রভুর উপর দিলেক গিয়া হানা ।
স্বরূপে যদি প্রভু না পাইয়া থাকেন রক্ষা
প্রান রাখিয়াছি আমি তোমার অপেক্ষা ।

সীতা বোলে সরমা হইয়া গেল পক্ষী
রাবননিকটে গেল কেহ নাহি দেখি।
রাবন বলে মন্ত্রিগন মন্ত্রনা কর সার
কেমনে রামের কটক করিব সংহার।
মন্ত্রী বলে সীতাদিলে পাইবে অপমান
আপনি যুদ্ধ করিয়া রামের লহত পরান।
হেনকালে বলে রাবনের মাতা বুড়ী
রাবনের কাছে তখন গেল রড়ারড়ি।
আস্তে পাশে চাহে বুড়ী রাবনের পানে
রাবনেরে বেড়িয়াছে যত মন্ত্রিগনে।
সভারে কাতর বড় মায়ের পরান
লজ্জা ভয় এড়িয়া বুড়ী হইল আগুয়ান।
দেবতা গন্ধর্ব নহে সীতাত মানুষী
কত বড় দেখিয়াছ সীতাত রূপসী।
রাক্ষস হইয়া তোমার মানুষে কেন সাদ
এখনি জানিলাম আমি পড়িবে প্রমাদ।
চৌদ্দ হাজার রাক্ষস মরিল খরদূষন
রামের সনে রন করিলে অবশ্য মরন।

মানুষ হইয়া রাম চৌদ্দ হাজার রাক্ষস মারি
কি বুঝিয়া আন তুমি হেন রামের নারী।
আমার বচন শুন রাজা লঙ্কেশ্বর
সীতা দেবী দেহ লইয়া রামের গোচর।
সীতা দিয়া রামের সনে করহ পীরিতি
রামের বানে রাজা তোমার নাহি অব্যাহতি
এত যদি বলে বুড়ী মনের পরিতাপে
বুড়ীর কথা শুনিয়া রাবন রাজা কোপে।
মায়ের গৌরব রাখি তেকারণ সহি
অন্য জন হইলে তাহার জীবন নহি।
কুড়ি চক্ষু রাঙ্গা করিয়া চাহে লঙ্কেশ্বর
নড়ী ভর করিয়া বুড়ী ওঠে দিল রড়।
বুড়ী যদি পালাইল পাইয়া অপমান
রাবনেরে বুঝায় এখন বুড়া মাল্যবান।
এত দিন নাতি তোমার বিক্রম বাখানি
আপনার বল বুঝিয়া পরের স্ত্রী আনি।
যতং রাজা হইল চন্দ্র সূর্য্যকুলে
কোন রাজা পার হইল সমুদ্রের জলে।

মানুষ হইয়া রাম সাগর হইল পার
হেন রাম ঘাটাইলা না বুঝি বিচার।
এত যদি বুড়া বলে মনের পরিতাপে
বুড়ার কথা শুনিয়া রাবন রাজা কোপে।
কুড়ি চক্ষু রাঙ্গা করিয়া চাহেত রাবন
মাল্যবান রহিল যে হইয়া ভীত মন।
বড়২ বীরগন ডাক দিয়া আনে
দিগে২ রাখে রাবন লঙ্কার রক্ষনে।
দক্ষিনে মহোদর রাখেন রাবন বিচক্ষন
এক লক্ষ রাক্ষস সেই দ্বারের ভিড়ন।
পশ্চিমে রাখেন ইন্দ্রজিত যে প্রধান
অর্ব্বুদ কোটি রাক্ষস পার্ব্বতপ্রমান।
পূর্ব্ব দ্বারে রাখে প্রহস্ত সেনাপতি
তিন কোটি যোদ্ধা রাক্ষস তাহার সংহতি।
উত্তর দ্বারে রহিল আপনি যে রাবন
তিন দ্বারে যত তার তিন গুন ভিড়ন।
ছত্রিশ কোটি রাবনের প্রধান সেনাপতি
উত্তর দ্বারে রহে সভে রাবন সংহতি।

সত্তর অক্ষৌহিনী ঠাটে রহিল রাবন
ইহা দেখিয়া সরমা চলিল ততক্ষন।
গুপ্তাও করিয়া সরমা চলিল সত্বর
সকল কহিল গিয়া সীতার গোচর।
মিথ্যা কহিয়াছে রাবন না করে সংগ্রাম
সবর্ব কুশলে আছেন তোমার প্রভু রাম।
তোমা দিতে বলিলেক রাবনের মা বুড়ী
পুত্রের ভালরে বলিলেক যে বুড়ী।
বুড়ীর বচন রাজা না শুনিল কানে
তোমা দিতে কহিলেক বুড়া মাল্যবানে।
কার যুক্তি না শুনিল যুদ্ধ করিল সার
বিনা যুদ্ধে সীতা তোমার নাহিক উদ্ধার।
বিস্তর দুঃখ গেল সীতা অল্পমাত্র আছে
হিয়া শুখাইয়া সীতা মরিয়া থাকে পাছে।
ক্রন্দন সম্বর সীতা আজ অভিমান
দিন দুই চারি বাদে যাইহ প্রভুর স্থান।

ক্রন্দন সম্বরেন সীতা সরমার বচনে
রামের চরন ভাবি সীতা রহে অশোকবনে।
শ্রীরাম বলিয়া সীতা ছাড়েন নিশ্বাস
লঙ্কাকাণ্ডে মায়া মুণ্ড গাইল কীর্ত্তিবাস।

সুমেরু পর্ব্বতের চূড়া আকাশেতে লাগে
কটক লইয়া রাম ওঠেন পর্ব্বতের আগে।
গড়ের বাহির পর্ব্বত ত্রিশ যোজন
কটক লইয়া ওঠেন রাম লঙ্কা দরশন।
পর্ব্বতওপর চড়েন রাম লইয়া সেনাগন
সঙ্গে সুগ্রীব রাজা রাক্ষস বিভীষন।
পর্ব্বতওপরে রাম করিল দেয়ান
লঙ্কাপুরী দেখেন রাম বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মান।
সোনা রূপার ঘর সব দেখিতে রূপস
চালের ওপর শোভা করে সোনার কলস।
ধ্বজ পতকা সব চালের ওপর ওড়ে
রাজার ঘর পাত্রের ঘর কিছুই না নড়ে।

পুরী দেখি রামচন্দ্র করেন বাখান
পৃথিবী মণ্ডলে নাহি হেন রম্য স্থান।
হেন পুরীর রাজা কেন হইয়েছে রাবণ
লঙ্কার রাজা করিব রাক্ষস বিভীষণ।
রঘুবংশের তরে আমি রামনাম ধরি
লঙ্কার বিভীষণে করিব অধিকারী।
বিভীষণ মিতা লঙ্কায় বড় ভাল সাজে
বিভীষণে রাজা করিব লোক যেন পুজে।
হরিষ হইল বিভীষণ রামের আশ্বাসে
পর্ব্বত হইতে ওলেন রাম রাত্রি অবশেষে।
পর্ব্বতের উপরে রাম বঞ্চেন কত রাতি
ওলিলেন রামচন্দ্র লইয়ে সেনাপতি।
পোহাইতে আছে যখন রাত্রি প্রহর দেড়
হেনকালে রঘুনাথ লঙ্কাপুরী বেড়ে।
রঘুনাথের ঠাঞি সুগ্রীব পায় অনুমতি
চারি দ্বারে বানর রাখে বানর অধিপতি।
নীল সেনাপতি বলিয়া ঘন২ ডাকে
এক বলিতে শতেক জন ধায় ঝাকে২

সুগ্রীব বলে নীল তুমি প্রবীন সেনাপতি।
লঙ্কায় যুঝিতে তোমার প্রথম আরতি।
বাছিয়া বানর লহ রণেতে প্রবীন
ভালমতে রাখ গিয়া পূর্ব্ব দ্বারখান।
নীল বীর পূর্ব্ব দ্বারে পাঠাইয়া হরষিত
ডাক দিয়া অঙ্গদেরে আনিল ত্বরিত।
সুগ্রীব বলেন শুন অঙ্গদ যুবরাজ
তোমার বোলে উঠে বৈসে বানর সমাজ।
বাছিয়া কটক লহ রণেতে প্রবীন
ভালমতে রাখ গিয়া দক্ষিন দ্বারখান।
চলিল অঙ্গদের ঠাট দেখ বাজেরবাজ
এক হাতে পর্ব্বত বীরে আর হাতে গাজ।
ধূলা উড়াইয়া কটক কৈল অন্ধকার
মারং করিয়া বীর দক্ষিন দ্বার।
দক্ষিনেতে অঙ্গদ পাঠাইল হরষিত
ডাক দিয়া হনুমানে আনিল ত্বরিত।
সুগ্রীব বলেন আইস বলি বীর হনুমান
সভা হইতে রাখি আমি তোমার সম্মান।

শিশুকালে লাফ দিলে ধরিতে দিবাকর
বুকের ভরসায় বাচ্চা ডিঙ্গালে সাগর।
সংগ্রামে পশিলে তুমি বিক্রমে বিশাল
পশ্চিমের দ্বারখান রাখিহ ভালেভাল।
পশ্চিম দ্বারে রাম লক্ষ্মণ থাকেন দুই ভাই
সাবধান হইয়া তুমি থাকিবে তথাই।
ধাইল হনুমানের কটক বাছেরবাছ
এক হাতে ধরে পর্ব্বত আর হাতে গাছ।
ধুলা উড়াইয়া যায় করিয়া অন্ধকার
মারমার করিয়া গেল পশ্চিম দ্বার।
পূর্ব্বের নীল বীর দিয়া না যায় প্রতীত
ডাক দিয়া কুমুদ বীরে আনিল ত্বরিত।
সুগ্রীব বলেন কুমুদ তুমি প্রবীন সেনাপতি
সহস্র বানর আছে তোমার সংহতি।
সে সব বানর লইয়া পূর্ব্ব দ্বারে চল
নীলের কটকে গিয়া হও অনুবল।
তোমা বিদ্যমানে যদি নীলের কটক ভাগে
তার ভাল মন্দ তোমারে দায় লাগে।

সুগ্রীবের আদেশ লঙ্ঘিব কোন জন।
নীলের পাছেতে হইল কুমুদের গমন।
দক্ষিণে অঙ্গদ দিয়া না যায় প্রতীতি
ডাক দিয়া মহেন্দ্রেরে আনিল ত্বরিত।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র বল সুষেণনন্দন
আশি কোটি বানর দুই ভাইয়ের ভিড়ন।
সে সব বানর লইয়া দক্ষিণ দ্বারে চল
অঙ্গদের কটকে গিয়া হও অনুকূল।
তোমা বিদ্যমানে যদি অঙ্গদের কটক ভাগে
তার ভাল মন্দ দায় তোমারি তরে লাগে।
সুগ্রীবের আদেশ লঙ্ঘিবে কোন জনা।
অঙ্গদের পশ্চাত হইল মহেন্দ্রের থানা।
পশ্চিমে হনুমান দিয়া না যায় প্রতীত
ডাক দিয়া সুষেণেরে আনিল ত্বরিত।
সুগ্রীব বলেন সুষেণ তুমি বানরের ঠাকুর
তিন কোটি বৃদ্ধ বানর আছেত প্রচুর।
সে সব বানর লইয়া পশ্চিম দ্বারে চল
হনুমানের কটকে গিয়া হও অনুবল।

তোমা বিদ্যমানে হনুমানের কটক ভাগে
তার ভাল মন্দ সে তোমারে দায় লাগে।
সুগ্রীবের আদেশ লঙ্ঘিবে কোন জনা
হনুমানের পাছে হইল সুষেনের থানা।
উত্তর দ্বারে কারে দিয়া না যায় প্রতীত
অপনি সুগ্রীব রহে বানর সহিত।
সাগরের কুলে বানরের যে ঘর
আগলি রহিয়া পাছে পলায় বানর।
ছত্রিশ কোটি সেনাপতি পাত্র মিত্র লইয়ে
রহিল সুগ্রীব রাজা উত্তর চাপিয়া।
ঔষধি আনিতে থুইল বীর হনুমান
যুক্তি বলিতে আছে মন্ত্রী জাম্বুবান।
প্রহরি করিয়া থুইল রাক্ষস বিভীষণ
চারি দ্বারে সুগ্রীব বেড়ায় ঘনেঘন।
যেই দ্বারে বানর রাজা দেখয়ে টুটল
দুনা করিয়া দেয় রাজা রনেতে অটল।
চারি দ্বারে সুগ্রীব রাজা দিতেছেন আশ্বাস
চারি দ্বারের পাঁচীর রচিল কীর্ত্তিবাস।

রাম বলেন দন্দ বাজিবেক রণ
অন্তরীক্ষে দেখিতে আসিয়াছে দেবগণ।
হংস কেলি করে ময়ূরে বীরে পেখন
ব্রহ্মা কার্ত্তিক তারা আইল দুই জন।
ঐরাবত আরোহনে আইল পুরন্দর
মকর বাহনে আইল জলের ঈশ্বর।
বলদ বাহনে আইল দেব পশুপতি
সিংহ বাহনে আইল দেবী পার্ব্বতী।
বসিলেন দেবগণ সভে সারিসারি
গন্ধর্ব্বেতে গীত গায় নাচে বিদ্যাধরী।
দৃষ্টি দিয়া ভগবতী বসিল এক ভিতে
ক্রোধ করি মহাদেবে লাগিল কহিতে।
ভাঙ্গড় মুর্ত্তি মহাদেব বেড়াও শসানে
কোন গুনে পুজে তোমায় লঙ্কার রাবনে।
ধনে প্রানে মজিল লঙ্কার অধিকারী
কেমন করিয়া তুমি কর যে অধিকারী।
আপনার মাতা কাটে আপনার হাতে
হেন সেবকের তরে তিলেক নাহি রাখে।

আর কোন সেবকে লইবে তোমার ছায়া
রাবণহেন সেবকে তিলেক নাহি দয়া।
এত যদি বলিলেন দেবী যে পার্ব্বতী
পার্ব্বতীর বচনে কুপিল পশুপতি।
বামাজাতি তোমার তিলেক নাই শঙ্কা
আপনি রাখহ গিয়া কনকপুরী লঙ্কা।
তপ করিল রাবন দশ হাজার বৎসর
অমর হইতে নাহি পাইলেক বর।
মরনের পথ এখন চিন্তিল রাবন
ত্রিভুবনে হেনকর্ম্ম করে কোন জন।
আপনি বিষ্ণু জন্মিলেন মহা বীনুর্দ্ধরে
আপনি পৃষ্ঠ দিল অলঙ্ঘ্য সাগরে।
দ্বারে রাম রাবনের জীবন সংশয়
হেন রাবন কেমনে রাখিব দুর্জ্জয়।
মানুষ হইয়া রাম বিষ্ণু অধিষ্ঠান
হেন রামের হাতে কেন পাবে পরিত্রান।
মিথ্যা অনুযোগ মোরে না কর পার্ব্বতী
রাবন রাখিতে নারি আমার শকতি।

বিধাতার নির্ব্বন্ধ আমি নারি ঘুচাইতে
আপনি যে আছি আমি আপনার মতে।
মহাদেব পার্ব্বতী দুই জনেতে কোন্দল
বিমুখ হইয়া হাসে দেবতা সকল।
মহাদেবের কোপ দেখি হাসে দেবগণ
আজি কালি রাবনের হইবে মরন।
রাবন রাজা মরিবেক দেবের হইল হাসনে
দেবাদেবীর কোন্দল রচিল কাত্তিবাস।

পঞ্চ দিন দুই কটকে হয় না হানাহানি
রাম বলেন রাবন রাজা যুদ্ধ না দেয় কেনি।
বিভীষন বলেন গোসাঞি কর অবগতি
দুই কটকের রোলে রাবনের স্থির নহে মতি
বিপক্ষ লাগিয়া রাবন রনে না দেয় হানা
নিশ্চয় জানিতে দূত পাঠাও এক জনা।
বিভীষনের সঙ্গে রাম মন্ত্রনা করি সার
হনুমান বলিয়া যে পড়িল হাকার।

আইল বাছা হনুমান পবননন্দন
লঙ্কায় জানিয়া আইস কি করে রাবণ।
সভার ভিতরে উঠিয়া বলিছে জাম্বুবান
একবার পাঠাইয়াছিলে বীর হনুমান।
যোঁ এ যাইবেক হনুমান লঙ্কার ভিতর
হনুমান দেখিয়া কুপিবে লঙ্কেশ্বর।
মনে করিবে এই বানরা আইসে বারেবার
ইহা বই রামের কটকে বীর নাহি আর।
দক্ষিন দ্বারে আছে অঙ্গদেত থানা
তাহারে আনিতে দূত পাঠাও এক জনা।
হনুমান হইতে অঙ্গদ বীর বড়
তাহারে পাঠাও যে বলিবে দড়দড়।
রামের আজ্ঞায় চলিল সুষেন সত্বর
মাতা নোঙাইয়া কহে অঙ্গদ গোচর।
দূত বলে শুন হে অঙ্গদ যুবরাজ
রামের আজ্ঞায় চল বানর সমাজ।
অঙ্গদ বলেন থানা ভাঙ্গি যাব সর্ব্ব জন
থানা রাখিয়া যাই কি লয় তোমার মন।

থানা ভাঙ্গিতে নাহি বলেন কমললোচন
একেশ্বর চল তুমি রাম সম্ভাষন।
দূতের বচনে চলে অঙ্গদ যুবরাজ
আসিয়া মিলিল বীর শ্রীরামের সমাজ।
রামেরে প্রনাম করি রহিল করপুটে
যোড়হাত করি রহে রামের নিকটে।
রাম বলেন অঙ্গদ তুমি বলে মহাবলী
রাবন রাজারে কিছু দিয়া আইস গালি।
অঙ্গদ বলেন প্রভু যুক্তি নাই আইসে
বাপ মারিলে মোর প্রতীত হইব কিসে।
রাম বলেন বালি মারিলাম সত্যের কারন
তোমারে অঙ্গদ আমার প্রত্যয় বড় মন।
অঙ্গদ বলে গোসাঞি এবা কোন কথা
নখে ছিড়িয়া আনিব রাবনের দশ মাথা।
বালি রাজার বিক্রম জান ভালেভালে
আমার বিক্রম জানিবা সংগ্রামের কালে।
পশিব রাক্ষস ভিতর করিব ঠাটানি
রাবনেরে গালি দিয়া আসিব এখনি।

সুগ্রীব বলে অঙ্গদ তুমি প্রাণের দোষর।
বিক্রমে বিশাল তুমি বাপের সোষর
এতকাল পালিলাম যে হাতির ভোগে।
বাহুর বল দেখাও শ্রীরামের আগে।
লঙ্কামধ্যে গিয়া তুমি বুঝাও রাবনে
সীতা দিয়া শরন লওক শ্রীরামের চরনে।
সংবংশে মারিবেন তারে শ্রীরাম লক্ষ্মন
সুগ্রীব বলিল যদি এত বিবরন।
অঙ্গদ করিল যাত্রা হইয়া হরিষ মন
হেনকালে ওঠিয়া বলে রাক্ষস বিভীষন।
আমার বাক্য কহিও ভাই লঙ্কেশ্বরে
সতী স্ত্রী হরে আর দুরাচার করে।
সভার ভিতর বলিলাম হিত যে বচন
তেকারনে হইলাম লাথির ভাজন।
অবোধ বিভীষন না বুঝে কোন কায
ভাল মন্ত্রী লইয়া তিনি হওন মহারাজ।

বংশে রহিলামমাত্র করিতে তর্পন
যত কথা মনে করে বালির নন্দন।
সুগ্রীব রাজারে বন্দে বাপের সোদর
আর যত বন্দিলেক প্রবীন বানর।
পুনর্বার বন্দিলেক মায়ের চরন
রাবন ভৎসিতে যায় বালির নন্দন।
করিছে মঙ্গলধ্বনি সকল বানরগন
হরষিত দেখেন চায়ে শ্রীরাম লক্ষ্মন।
অন্তরীক্ষেতে যায় অঙ্গদ ডাকাবুকা
বায়ু ভরিয়া যায় যেন জ্বলন্ত উল্কা।
লঙ্কাপুরী যায় বীর ত্বরিত গমন
পাত্র মিত্র লইয়া যথা বসেছে রাবন।
দেবান্তক নরান্তক অতিকা মহা বীর
মহোদর মহোপাশ দুর্জ্জয় শরীর।
হাতির পিঠে মাত্রা নোউাই বীর আকম্পন
ঘোড়ার পিঠে মাত্রা নোউাই ধূম্রলোচন।
রাজার রথের সাজন মনি মানিক হিরা
বাপের আগে মাত্রা নোউাই কুমার ত্রিশিরা।

ঘট নিঘট আইল যে সাক্ষাত জমদুত
অজয় আকম্পন আইল যুদ্ধেতে মজবুত।
কুম্ভ নিকুম্ভ আইল কুম্ভকর্নের নন্দন
বক্রদন্ত মাতা নোঙাই জমদরশন।
যরের বেটা সত্বরে সভায় আইল
তপন মপন আইল প্রচণ্ড মহাবল।
যার বানে ত্রিভবন হয়েত কম্পিত
সভার আগে মাতা নোঙাই কুমার ইন্দ্রজিত।
সৈন্য সামন্ত মাতা নোঙাই বর্নে বিবর্ন
সভেমাত্র নাই আইসে বীর কুম্ভকর্ন।
নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ন আপনার মনে
লঙ্কা লইয়া প্রমাদ পড়ে কিছুই না জানে।
হেনকালে বলে রাবন সভার ভিতর
নর বানর আসিয়াছে আমা মারিবারে।
শিশু রাম পশু বানর না জানে রাবন
তেকারনে আমা সনে করিতে চাহে রন।
বাটা ভরিয়া গুয়া দিব আগুনেআগুন
কোন জন মারিয়া দিব শ্রীরাম লক্ষ্মন।

এতেক বলিয়া ওঠে রাবণ মহীপাল
কোন বেটা সিংহ আছে কে আছে শৃগাল।
এতেক বলিল যদি লঙ্কার অধিপতি
বীরদাপ করিয়া ওঠে সব সেনাপতি।
নর বানর আসিয়াছে তারে ভয় কিসে
বন কাটিয়া সিংহি যেন ঘরের ভিতর পৈসে।
বানর খাইতে বলি বনে আর ডালে
হেন ভক্ষ্য মিলিল অনেক পুণ্য ফলে।
আজি যদি কুম্ভকর্ণ জাগিয়া ওঠে নিন্দ
লক্ষলক্ষ বানর খাইবে বৃন্দবৃন্দ।
ইন্দ্রজিত আছে এক মহাবীর্ধর
তার এক বাণে মারিবে সকল বানর।
আগু বাড়াইয়া বানরের গলায় দিব ফাঁস
ঘাড়ের রক্ত খাইব কামড়ে খাব মাস।
রাম লক্ষ্মণের মাংস বড়ই সুস্বাদ
মাগ পোয়ের দিবাইব মাংসের অবসাদ।
জাটিঝকড়া শেল মুষল মুদ্গর
হাতে করি প্রতাপ করে যত নিশাচর।

ছত্রিশ কোটি রাক্ষস যে করিছে বড়াই
লাফ দিয়া অঙ্গদ বীর পড়িল তথাই।
আন চিন্তিতে যেন আন পড়ে কায
হেনবেলা ভেটিল অঙ্গদ যুবরাজ।
ঘরের চালে পড়ে যেন জ্বলন্ত আগুনী
সগরবংশ ভস্ম যেন কৈল কপিল মুনি।
সব রাক্ষসের ভয় মনে অঙ্গদেরে দেখি
সাপ যেন মাতা নোঁটাই দেখে গরুড় পক্ষী।
হাতে পায় পরিয়াছে তাড় তোড়ল
মাতায় পরিয়াছে বীর রত্নের টোপর।
বীরদাপে বৈসে গিয়া সভার ভিতরে
পাত্র মিত্র থাকিতে বলে রাজা লঙ্কেশ্বরে।
দেবের সভায় যেন বসি বৃহস্পতি
রাবনেরে গালি দেয় অঙ্গদ মহামতি।
বিষম কর্ম্ম করিলি তোর জীবন সংশয়
অঙ্গদ আমার নাম লহ পরিচয়।
অঙ্গদ আমার নাম বালির কুমার
মানিক রাবন ইতে অবধান কর।

পাঠাইলে রঘুনাথ গুনের সাগরে
অবোধ রাবন তোরে বুঝাবার তরে।
শ্রীরামের সেবক আমি তোমাবিদ্যমানে
অবোধ রাবন তুই বুঝহ এখানে।
অহিংসা পরম ধর্ম ঘোষে জগজনে
হেন লঙ্কা কৈলি নষ্ট হিংসার কারনে।
পাত্র মিত্র চমৎকার অঙ্গদের বচনে
অঙ্গদেরে রাবন রাজা জিজ্ঞাসে আপনে।
আরে২ বানর বেটা কোতা তোর ঘর
মরিবারে আইলে কেন লঙ্কার ভিতর।
কেবা তোরে পাঠাইল মরিবার তরে
পতঙ্গ হইয়া ঝাপ আগুন উপরে।
চক্ষা বানর জাতি যাইব যে এখনে
মরিবারে আইলে তুমি আমার সদনে।
কুপিল অঙ্গদ বীর রাবনের বচনে
কোপে গালি দেয় তখন রাজাত রাবনে।
অঙ্গদ বলে মর তুই পাগল রাবনে
কিসের বড়াই তুই করিস আমাবিদ্যমানে

তাহার আগে বড়াই কর যে জন না জানে
তোর যত বিক্রম আছে আমার স্থানে।
কার্ত্তিক বীর্য্যার্জুন যখন খেলি করে জলে
তার আগে গেলে তুমি নর্ম্মদার কূলে।
তাহার স্ত্রীর আগে তুই বীরদাপ করিলি
তোরে লুকাই থুইল বায় কক্ষতলি।
চক্ষে ঠুলী নিকলে তোর না দেখিস বাট
তার ঠাঞি বিস্তর তুই পাইলি নাটঘাট।
ব্রহ্মার বোলে পৌলস্ত্য মুনি আইলা আপনি
না ছুইস বলে তোরে দিলেন মেলানি।
তার ঠাঞি হইয়াছিস সংশয় জীবন
ভাগ্যে প্রানরক্ষা পাইল মুনির কারন।
আরবার গিয়াছিলি মোর পিতার নিকট
আমার বাপের আগে করিলি মুনি ঘট।
সন্ধ্যা হেতু মোর বাপ না করিল রন
যত অস্ত্র ছিল তোর কৈলি বরিষন।
সন্ধ্যা সাঙ্গ করি বাপা তোরে বাঁধিলে লেজে
লেজে বান্ধে ডুবাইল চারি সাগরের মাঝে।

নেজে বান্ধে ডুবাইল পানীর ভিতর
পানী খাইয়া রাবন তুই হইলি কাঁফর।
আমার বাপের নেজ যোজন পঞ্চাশ
পানীর ভিতর তুই মোর বাপ আকাশ।
আপন মুখে রাবন তুই পাইলি পরাজয়
তবে সে বাপুর ঠাঞি পাইলি বিদায়।
নেজের বন্ধন তোর কিঙ্কিন্দ্যায় দোষে
আমার বাপ বন্দি তুই আইলে তরাসে।
অনেক দিন হইয়াছে না জানে কোন জন
বুঝিনু বড়াই তোর এইসে কারন।
অনেক রাবন আমি শুনিয়াছি কানে
ইহার ভিতর আছ কর দেখি মনে।
এক রাবন হারিয়াছে অর্জুনের ঠাঁই
আর রাবন বালির দ্বারে চেড়ীর আঠে খাই।
আর রাবন আমার বাপ বান্ধিলেক নেজে-
পরিচয় দেহ কেবা আছ ইহার মাঝে।
অঙ্গদ বলে রাবন না দিলি পরিচয়
সেই রাবন তুই বুঝিনু নিশ্চয়।

সেই সব কাল গেল হাস্য পরিহাসে
এ সব সময় আইল বীন প্রাননাশে ।
সিংহের ঠাই শৃগালের নাই ভারিভুরী
রাম ঘাটাইয়া তুই মজালি লঙ্কাপুরী ।
কুপিল রাবন রাজা অঙ্গদের বোলে
কুড়ি চক্ষু পাখাল করি অগ্নিহেন জ্বলে ।
দুত কাটিতে রাজার নহে ব্যবহার
সেকারনে মোর ঠাঁই তোর অহঙ্কার ।
ইন্দ্রসূর্য্য জিনিনু অক্ষয় বিদ্যাধির
মান্ধাতা অনারন্য জিনিলাম পুরন্দর ।
বালি অর্জুনের সনে সমান গেল রনে
কি করিতে পারে রাম মানুষ পরানে ।
অঙ্গদ বলে মর গিয়া পাগল রাবন
ভাগ্যে তোরে বর্জ্জিল রাক্ষস বিভীষন ।
রামের বানের সনে নাহি হয় দেখা
বোঁচা নাক কান দেখ ভগিনী শূর্পনখা ।

ঘরে ভগিনী আছে তোর স্নেহ নহে ভিন্ন
হিদায়ানে দেখ ঐ রামের বানের চিহ্ন।
রামের বানের সনে হইবে দরশন
এক কালে সবংশেতে মরিবি রাবন।
যত বান রাম চন্দ্র পুরিবেন সন্ধান
অবোধ রাবন শুন তার বানের নাম।
আমথ সামথ বান বলে মহাবল
বিষ্ণুজাল ইন্দ্রজাল কাল যে আনল।
বরুন ওলুকমুখা বিদ্যুৎ ঘরসান
গ্রহ নক্ষত্র বান রুদ্রজ্যোতি যে বান।
শুচীমুখ শিলীমুখ ঘোর দরশন
সিংহদন্ত বজ্রদণ্ড বান বিরচন।
কালদণ্ড ঐষিক দেখ বান কর্নিকার
চন্দ্রমুখ অশ্বমুখ দেখ বান সপ্তসার।
ঘট নিঘট বান দেখ সপ্ত বীরাবীর
অর্দ্ধচন্দ্র গারুণা যামিনী মনোহর।
পশু পক্ষী অগ্নির অগ্নিমুখ বান
কুবের অস্ত্র রাজহংস বান দেখ মুচান।

জমক দুর্জ্জয় বান ভঙ্গি যে বিভঙ্গি
ত্রিশুল অঙ্কুশ বান বায়ব্য আতঙ্গি।
বজ্র গরুড় বান দেখ শক্র সন্ধান
ঐষিকবান সেহ কপালি কঙ্কান।
বিষ্ণুচক্র ষটচক্র চক্র হুতাশন
সন্তাপন বিলাপন সংগ্রামে প্রধান।
গজাঙ্কি সন্ধান বান চারি দিগে আঁটা
সিংহ শার্দ্দুল বান তার চারি দিগে কাঁটা।
এত বানে রঘুনাথ পুরিবেন সন্ধান
যার এক বানে মোর বাপ তাজিল পরান।
মোর বাপের ঠাঞি তুই পাইলি পরাজয়
হেন বালি মারিলেন রাম মহাশয়।
আমার বাপ মারে আর শিবের ধনু ভাঙ্গে
কোন সাহসে রাবন জুঝিবে তার সঙ্গে।
ভেদিলেন সপ্ত তাল তাড়কা রাক্ষস মারি
ত্রিভুবন হারে যদি রাম যুদ্ধ করি।
কিসের তরে চাহ রাবন পাকল করি আঁখি
মাকড়ের ডিম্ব হেন তোর লঙ্কা দেখি।

তোর কাছে আসিয়া তোরে নাহি করি শঙ্কা
উপাড়িয়া লইতে পারি কনকপুরী লঙ্কা।
হের মুণ্ড দেখ মোর সুমেরুর চূড়া
হের মুণ্ড দেখ মোর কৈলাশের গোড়া।
হের হস্ত দেখ মোর বজ্রের সমান
এক চাপড়ে তোর লইব পরান।
অপমান পাইয়া রাবন হেট করে মাতা
পাত্র মিত্র সনে রাবন নাহি কহে কথা।
রাবন বলে অঙ্গদ তুই গর্জ্জহ বিস্তর
এক বার্ত্তা জিজ্ঞাসি তুমি অবগত কর।
এই যে বানর মোর পোড়াইল লঙ্কাপুরী
এই যে বানরা মোর অক্ষ কুমার মারি।
ঐ যে বানর মোর ভাঙ্গিল অশোকবন
তাহার মত বীর তোমার আছে কত জন।
হাসিতে লাগিল অঙ্গদ রাবন বচনে
তোর বল বিক্রম বুঝিলাম এত দিনে।
সেবকের সনে যদি পাইলে পরিহরি
কেমনে রাখিবে তুমি কনকলঙ্কা পুরী।

তারে জোট বীর নাই বানরকটকে
নিব্বল বলিয়া তারে কেহ নাহি ডাকে ।
সে মরিলে দুঃখ শোক নাহিক বানরে
তেঞি পাঠাইয়াছিলায় লঙ্কার ভিতরে ।
বীরহেন বলে তারে না বৈলা কোন জন
ঘরের সেবক বেটা পবননন্দন ।
হনুমান বান্ধে তোর বাড়েছে অহঙ্কার
মোর ঠাঞি পড়িয়া আজি যাবে জমদ্বার ।
রাযের ঠাঞি লব তোরে গলায় দিয়া দড়ী
দশ মাতা ভাঙ্গিব তোর মারি নেজের বাড়ি ।
বীরদাপ করে অঙ্গদ রাবণ বিদ্যমানে
আপন ইচ্ছায় গালি পাড়ে রাবণ রাজা শুনে ।
আর জন নহে রাবণ সীতা হেন সতী
যার পাকে মজিবে তোর লঙ্কার বসতি ।
কোথায় বৈসেন রাম অযোধ্যানগরী
কোথায় আইলেন রাম কনকলঙ্কাপুরী ।

এত দূর আসিয়া রাম বান্ধিল সাগর
হেন রামের সনে রাবন তোর পাটান্তর।
দেবতা জিনিয়া তোর বাড়িয়াছে আস।
একা সীতা লাগিয়া তোর হয় সর্ব্বনাশ
বংশে কেহ না রহিব না করিহ সাদ
আপনা আপনি তুই পাড়িলি পরমাদ।
খাটেপাটে শুইয়া থাক দিন দুইচারি
হাস পরিহাস কর লইয়া ভাল নারী।
কুয়ার ভাগ আনি দেখ দিনে দুইবার
বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মান দেখ ঘর দ্বার।
কনকপুরী লঙ্কা দেখ এ ঘর নির্ম্মান
অঙ্গদের বিক্রম কীর্ত্তিবাস গান।

তুই চোর দুরাচারী হরিলে পরের নারী
জীবনে নাহি তোর ভয়
দশরথ মহা রাজা দেব লোকে করে পূজা
শ্রীরাম তাহার তনয়।

যাহার ধনুক টান ত্রিভুবনে বখ্যান
হেন রাম লঙ্কার ভিতর
দেবরাজ করে পূজা হেন যারে বালি রাজা
তার সনে তোর প্যাটান্তর।
সুগ্রীবের বিক্রম যত তাহারা কহিব কত
সে সকল হইব বিদিত
তোরে এক লাথি মারি কাঁপাইব লঙ্কাপুরী
কি করিবে তোর ইন্দ্রজিত।
শুন রাজা লঙ্কেশ্বর আমার বচন ধর
আমি আইলাম তোমার গোচর
শ্রীরাম সাগর পার তোর নাহিক নিস্তার
জমদ্বার নিকট যে তোর।
রাজা হইয়া পরদার জীবন তোমার ছার
বোধমাত্র নাই তোর ঘটে
কেবল ব্রহ্মার বরে জিনিলে যে পুরন্দরে
রামনামে তোর বল টুটে।
আপনি দোলা কান্ধে করি লহ সীতা সুন্দরী
ভজ গিয়া রামের চরণ

সীতা দেহ তাঁর ঠাঁই ইহা বই গতি নাই
তবে তোর রহিবে জীবন ।
রাক্ষস জাতি নিশাচর না চিনিল আত্মপর
তোর ভাই রামে কৈল মিত
শ্রীরামের অঙ্গীকার তোরে করিবেন সংহার
বিভীষণ লঙ্কায় পূজিত ।
শুনিয়া অঙ্গদের বানী পাত্র মিত্র কানাকানি
লঙ্কাপুরীর নাহিক নিস্তার
কোপে ওঠে লঙ্কেশ্বর বলে রাজা বীরবীর
দেখি অঙ্গদের অহঙ্কার ।
দেখি যত সেনাপতি মনেতে করয়ে যুক্তি
মো সভার রক্ষা নাহি আর
রাম পদ করি আস সরস্বতী পরকাশ
কীর্ত্তিবাসের নাচাড়ি সুসার ।

তোর বোলে রাবন রাজা কে করিব ডর
কহিয়া অঙ্গদ বীর করিছে উত্তর ।

আর বানর নহি আমি বালির তনয়
তোর ক্রোধে রাবন রাজা কিবা মোর হয়।
বড়াই রাজা না কর মোর আগে
আমি তোরে মারিলে রামের সত্য ভাঙ্গে।
রাম সুগ্রীবের যুক্তি আমি ভাল জানি
তোরে আর কুম্ভকর্ন বধিবেন আপনি।
ইন্দ্রজিত অতিকায় বধিব লক্ষ্মন
আর যত সেনাগন বধিব বানরগন।
কোন বেটা ধরিবে দেখিব নিষট
চড় চাপড়ে পাঠাইব জমের নিকট।
কোপে চারিভিতে চায় লঙ্কার অধিকারী
অঙ্গদের হাতে পায় চারি রাক্ষস ধরি।
বজ্র মুষ্টি বীর ধরে যে চারি জন
তাল জঙ্ঘ সিংহবদন ঘোর দরশন।
চারি রাক্ষস ধরে তিলেক নাহি কাঁপ
রাক্ষস লইয়া বীর প্রাচীরে দিল লাফ।
প্রাচীরে তুলিয়া বীর মারিল আছাড়
ভাঙ্গিল মাতার খুলি চুর্ন হৈল হাড়।

চারি রাক্ষস মারে ভাঙ্গে সোনার প্রাচীর
অঙ্গদের ডরে রাক্ষস কেহ নহে স্থির।
প্রাচীরে উঠিয়া ভাবে বালির নন্দন
কোন দ্রব্য লইয়া যাব রাম সম্ভাসন।
হনুমান আসে ছিল লঙ্কার ভিতর
সীতার মাতার মনি দিল রামের গোচর।
রামের ঠাঁই দিল লইয়া সীতার মনি
মনি পাইয়া রাম হনুমানে বাখানি।
মনেং ভাবিলেক বালির কোঙর
রত্নমুকুট আছে রাবনের মাতার উপর।
এই মুকুট লইয়া যাব রাম সম্ভাসন
বড় প্রীত পাইব রাম মুকুটদরশন।
প্রাচীরে বসিয়া ভাবে বালির কোঙর
এক লাফ দিয়া পড়ে রাবন গোচর।
খাটের উপরে পড়িয়া রাবন রাজা বীরে
জড়াজড়ি করি পড়ে ভুমির উপরে।
পৃথিবী টলমল করে দুই বীরের ভরে
ইন্দ্র গরুড় যুদ্ধ যেন গগন উপরে।

দুই সিংহে যুদ্ধ যেন ছাড়ে সিংহনাদ
দুই জনে মল্ল যুদ্ধ হইল পরমাদ।
রাবনের মুকুট ধরে বালির নন্দন
মুকুট লইয়া বীর উঠিল গগন।
অঙ্গদের বিক্রম দেখি রাবন কাঁপে ডরে
উঠিয়া রাবন রাজা গায়ের ধূলা ঝাড়ে।
রাবনের কাছে আছে সব সেনাপতি
সকল বীর থাকিতে রাবনের দুর্গতি।
রাবন বলে বীর সব আছ কোন কাযে
অঙ্গদ আমার মুকুট লয় সভার মাঝে।
বীরগন বলে শুন লঙ্কার অধিকারী
তুমি হারিলে আমরা কি করিতে পারি।
তোমার সনে যুদ্ধ করে বালির নন্দন
আমরা বলি পাছে লয় সভার জীবন।
চারি রাক্ষস তায় ধরে সাবধানে
আছাড়িয়া অঙ্গদ বীর মারিল পরানে।
পাত্র মিত্র লইয়া তখন চিন্তিল রাবন
রাক্ষস কাঁপাইয়া যায় বালির নন্দন।

এক লাফে পড়ে গিয়া বানর ভিতর
রাম লক্ষ্মন ভেটিল গিয়া সুগ্রীব বানর ।
রাবনের মুকুট দিল রামবিদ্যমানে
দেখিয়া বানর সভা করিছে বাখানে ।
মুকুট দেখিয়া হাসেন কমললোচন
অঙ্গদের ভরে রাম দিল আলিঙ্গন ।
চারি দ্বারে শুনি বানরের হুলাহুলি
অঙ্গদেরে পুষ্প দেহ অঞ্জলি ।
রাম বলেন অঙ্গদ কহত কুশল
কেমতে ভেটিলে গিয়া রাবন মহাবল ।

তোমার অরতি পাইয়া লঙ্কাপুরী গেলাম বাহিয়া
পুবেশিলাম গড়ের ভিতর
সুবর্নের আওয়াস যেন চন্দ্র পরকাশ
তথি শোভে পুবাল পাতর ।
বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মান ঘর দেখি অতি মনোহর
চারি ভিতে কাঞ্চন দেয়াল

শ্বেত লোহিত পাতর মুক্তা লাগে থরেথর
তাহে শোভে রত্ন বিশাল।
শ্রীরামে লোত্তায় যাত্রা অঙ্গদ বীর কহে কথা
হরষিত সকল বানর
রাম লক্ষ্মন হরষিত সুগ্রীব রাজা আনন্দিত
হিন্যহিন্য বালির কোঙর।
গেলাম রাজার ঘর কটক দেখিলাম বিস্তর
ঘোড়া জোটি বিচিত্র নির্ম্মান
সোনার পাটের পড়া নানা বর্নে দেখি ঘোড়া
হস্তি সব পর্ব্বতপ্রমান।
দেখিলাম সরোবরে নানা হংস কেলি করে
ঘাট সব বিচিত্র নির্ম্মান
পদ্ম ওৎপলো পরে কেলি করে ভ্রমরে
কনমী রাক্ষমী করে স্নান।
দেখিলাম স্ত্রীগন রূপে মোহে ত্রিভুবন
দুই কর্নে রত্নের কুণ্ডল

পারিজাত মালা গলে শোভে নানা অলঙ্কারে
যেন চন্দ্র গগন মণ্ডল।
বিনা বাঁশি কেহ বায় কেহবা সঙ্গীত গায়
কার রূপ মোহিত সংসার
নানা অভরন পরি যেন স্বর্গ বিদ্যাধরী
রূপে যেন দেবঅবতার।
দেখিলাম পুষ্পবন ময়ুর ধীরে শোভায়
সোনা রূপায় গাছ নির্ম্মান
প্রতি গাছ কোকিলের ধ্বনি বড়ই মধুর শুনি
পুরীখান কনকনির্ম্মান।
গেলাম রাজার গোচর কটক দেখি বিস্তর
রাবনেরে ভৎর্সিনু বিস্তর
যতেক বলিলে তুমি দ্বিগুন শুনাইলাম আমি
কোপে জ্বলে রাজা লঙ্কেশ্বর।
আজ্ঞা দিল লঙ্কেশ্বর ধীরে চারি নিশাচর
লাফ দিনু প্রাচীর উপর
চারি রাক্ষস সংহার রাবনের চমৎকার
আকাশ গমনে আইনু সত্বর।

শুনি অঙ্গদের বানী   হরষিত রঘুমনি
অঙ্গদেরে দেহত প্রসাদ
সরস্বতী পরকাশ   নাচাড়ি রচে কীর্ত্তিবাস
বানরের জয়ং নাদ।

রাম বলেন শুন অঙ্গদ যুবরাজ
তোমার বাপ মারিয়া পাইলাম বড় লাজ॥
সে সকল দুঃখ কিছু না করিহ মনে
আমি তোমার সভা হইতে বাড়াব সম্মানে॥
দক্ষিনের দ্বারে চল আপনার থানা
তোমার কোপে রাবন পাছে দেয় হানা॥
বিদায় হইয়া চল দক্ষিন দ্বার
কীর্ত্তিবাস রচিল অঙ্গদ রায়বার।

অঙ্গদের তৎমনে রাবন ক্রোধ মনে
অভিমানে থসিয়া পড়ে হাতের গুয়া পানে॥

ছত্রিশ কোটি সেনাপতি রাবনের প্রধান
জুজিবারে রাবন রাজা করে সন্নিধান।
সপ্ত স্বর্গ জিনিলাম সপ্ত যে পাতাল
আমার ডরে দেবগন কাঁপে হালেহাল।
ইন্দ্র জম চন্দ্র সূর্য্য ডরে নাই আটে
এত দুর আসিয়া বানর বেটা ঠাটে।
ইন্দ্রজিত বলি তোরে সভার প্রধান
রাম লক্ষ্মন মারিয়া ঝাট রাখহ সম্মান।
হস্তী ঘোড়া ঠাট কটক লহত অপার
আজিকার যুদ্ধে মার চারি দ্বার।
সাবধান হইয়া বাপু কর গিয়া রন
আগে অঙ্গদ মারিহ পশ্চাতে অন্যজন।
বাপের দুলাল বেটা কুমার মেঘনাদ
সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া পরে রাজপ্রসাদ।
সাজিল যে মেঘনাদ বাপের আরতি
লেখা জোখা নাই সঙ্গে যত সেনাপতি।
সারথি সাজিল রথ সংগ্রামে গহন
মনমত রথখান করিল সাজন।

রথখান সাজিল যে রথের সারথি
নানা রত্ন মনি মানিক নির্ম্মাইল তথি।
কনক রচিত রথ বিচিত্র নির্ম্মান
পবন বেগে অষ্ঠ ঘোড়া রথের জোগান।
পর্ব্বর্তীয়া ঘোড়ার মুখে হিরার বিম্বকি
ক্ষনে রথখান দেখি ক্ষনে হয় লুকি।
সোনা রুপায় সাজে রথ করে ঝিকিমিকি
অষ্ঠ অক্ষৌহিনী ঠাট সুন্ধার বানুকি।
বিং-শতি হাতী চলে অর্ব্বুদ কোটি ঘোড়া
পচাশি কোটি চলে তাটি শেল ঝকড়া।
চত্রিশ কোটি রথ লইয়া জোগায় সারথি
নানা অস্ত্র লইয়া চলে সব যোদ্ধাপতি।
বাম পুদক্ষিন করি রথে গিয়া চড়ে
বিং-শতি যোজনের পথ কটক আড়ে ঘোড়ে।
কটকের পদভরে কাঁপেত মেদিনী
ইন্দ্রজিতার বাদ্য বাজে তিন অক্ষৌহিনী।

শত সহস্র দগড়া বাজে তিন লক্ষ কাহল
কোটি সহস্র ঘণ্টা বাজে মৃদঙ্গ বিষাল।
ডেগুর ঝাঁঝরি বাজে ত্রিশ কোটি কাড়া
কং-স করতাল বাজে তিন লক্ষ পড়া।
ঘনঘন বাজে তায় বিরাশি কোটি দামা
দণ্ডি মহুরি বাজে ষাটি লক্ষ বীনা।
লক্ষ২ ভোরঙ্গ বাজে ডম্ফ কোটি২
আটাইশ লক্ষ দগড়ে ঘন পড়ে কাটি।
বিরাশি লক্ষ সিঙ্গা বাজে অতি খরসান
পঞ্চাশ কোটি বাজে সিন্ধু বিন্দুয়ান।
বিরানই কোটি বাজে বুঘরি মহুরি
ত্রিশ কোটি সানাই বাজে ঝাঁজরি লহরি।
ঝমক টমক বাজে পঞ্চাশ হাজার
পঞ্চাশ কোটি বাজে পাখেজ ওরমাল।
নানা শব্দ করি বাজে পায়ের নূপুর
মালসাট মারে কেহ শব্দ যায় দূর।
সরমঙ্গল বাজে সাতাইশ লক্ষ কাঁসি
মধুর শব্দে বাজিছে আটাইশ লক্ষ বাঁশি

বাদ্যের যহা রোল দেবতার লাগে ত্রাস
ত্রিরাশি লক্ষ বাজে বদ্‌কপিলাস।
ডহর বিশাল ঢাক বাজে জয়ঢোল
সকল পৃথিবী যুড়ে ওঠে গণ্ডগোল।
ইন্দ্রজিতার কটক ভরে পৃথিবী লাগে কাঁপ
হাতি ঘোড়া রথ লড়ে হইয়া এক চাপ।
কটকের ধুলায় পৃথিবী অন্ধকার
প্রথমে চাপিল গিয়া পুর্ব্ব দ্বার।
এক চাপে করে বীর বান বরিষন
গাছ পাতর লইয়া ধায় যত বানরগন।
রাক্ষস বানরেতে হইল মিসামিসি
গাছ পাতর লইয়া ধায় বানর আসি।
রাক্ষসেতে বান যুড়ে ধনুকে দিয়া চড়া
বানরের ওপরে ফেলে জাটিঝকড়া।
গাছ পাতর লইয়া বানর করে বরিষন
কোটি২ রাক্ষস রনে তাজিল জীবন।
চড় চাপড় মুকটি বানরের মাত্র ভাড়া
মুকটির ঘায় কার মাতা হইল গুড়া।

বাদের কর্ন যেন সব বানরের অঙ্গ
মরনের ডর নাহি রনে না দেয় ভঙ্গ।
দুই কটকে জুঝে রক্তে হইল রাঙ্গা
রক্তে নদী বহে যেন ভাদ্র মাসে গঙ্গা।
ঘোড়া হাতি রাক্ষস রক্তের ওপর ভাসে
হরিষে বানুরকটক মনে২ হাসে।
তাল প্রমান ঢেউ ওঠে রক্তের কলকলি
যুদ্ধের সিমা নাই তাহা কি বলিতে পারি।
কোন যুগে এমত যুদ্ধ নাহি হয়
কল্পিত কালেতে যেন হইল প্রলয়।
এতেক যুদ্ধ হয় যে দৈবের লিখিত
যুদ্ধ করিতে দক্ষিন দ্বার যায় ইন্দ্রজিত।
দক্ষিন দ্বারে অঙ্গদ দেখে ইন্দ্রজিত হাসে
গালাগালি দেও তখন যত মনে আইসে।
আমার বাপে গালি দিয়া পালাইলি ডরে
তোর মা সাঙ্গার করিল সুগ্রীব বানরে।
বাপ মারিয়া তোর মা নিলেক আনে
ধিক মা বাপের তোর লাজ নাই মনে।

যাহা লাগিয়া মজিল তোমার বালিরাজ
পরযশ করিবা বেটা করিস তার কায।
ঘাড়ের রক্ত খাব তোর কামড়িয়া খাব মাস
আমার হাতে অঙ্গদ তোর অবশ্য বিনাশ।
দেশেরে জীয়ন্ত যাবে না করিহ সাদ
আমারে সে বলিহ কুমার মেঘনাদ।
অঙ্গদ বলে বড়াই বেটা করিস অকারণ
লাথির চোটে তোর আজি লইব জীবন।
সাঙ্গাতে লাজ নাই আমরা বনের পশু
তোর মায়ের সাঙ্গা দিব কালিবা পরশু।
তোরে মারিতে গেলায লঙ্কার ভিতর
তোর কোপ পড়িল চারি রাক্ষস ওপর।
কিষ্কিন্ধ্যায় তোর বাপ সীতা দেবী হরে
তোর পাপে মোর বাপ মরে এক শরে।
তোর বাপের পাপে পড়ে ত্রিশিরা কবন্ধ
তোর বাপের পাপে সাগর গেল বন্ধ।
তোর বাপ স্ত্রীচোরা তোর রণ চুরি
দেখা দেখি যুদ্ধে আজি পাঠাব জমপুরী।

চোরার বেটা চোরা তুই চুরি কর রণ
দেখা দেখি যুদ্ধে তোর লইব জীবন ।
এত শুনি ইন্দ্রজিত পুরিল সন্ধান
তিরাশি কোটি বানরের লইল পরান ।
অঙ্গদ এড়িয়া পলায় সকল বানর
রণমধ্যে অঙ্গদ বীর রহে একেশ্বর ।
মহা ক্রোধে অঙ্গদ বীর কাঁপে থর২
ইন্দ্রজিতার ওপরে ফেলে গাছ পাত্থর ।
সন্ধান পুরিয়া ইন্দ্রজিত এড়ে বাণ
অঙ্গদের গাছ পাত্থর করে খান২ ।
ইন্দ্রজিত এড়ে গদা করে মহাশব্দ
বুকের ভরসায় গদা সহিল অঙ্গদ ।
ইন্দ্রজিত বান মারে অঙ্গদের বুকে
বানাঘাতে অঙ্গদের রক্ত ওঠে মুখে ।
আপনা সম্বরিয়া অঙ্গদ হইল চিন্তিত
ত্রিশ যোজন পর্ব্বত আনে আচম্বিত ।
পর্ব্বত দেখি ইন্দ্রজিতার উড়িল পরান
মেঘের আড়ে থাকি ইন্দ্রজিত ফেলে বান ।

অদেখা দায়ে-যুদ্ধ করে রাবন কোঙর
বানেতে বানরকটক হইল ফাঁফর।
অঙ্গদ বলে ইন্দ্রজিত তোর রন চুরি
দেখা দেখি যুদ্ধ হইলে পাঠাব জমপুরী।
দেখা দেখি যুদ্ধ করে রাবননন্দন
বানেতে জর্জ্জর করে যত বানরগন।
কোপেতে অঙ্গদ বীর আনে শালগাছ
কোটি রাক্ষস মারিল বাছেরবাছ।
পলাইল রাক্ষসকটক রনে দিয়া ভঙ্গ
ইন্দ্রজিত লইয়া এখন অঙ্গদের রঙ্গ।
কোপে গাছ এড়িল অঙ্গদ মহাবল
সারথি পড়িল রথ হইল অচল।
কোপেতে অঙ্গদ গাছ মার আরবার
রথের ঘোড়া ভাঙ্গিয়া করিল চুরমার।
আর গাছ মারে অঙ্গদ হইয়া ক্রোধ মন
ইন্দ্রজিতার হস্তির ভাঙ্গিল দর্শন।
অঙ্গদের যুদ্ধে বেটা হইল ওন্মনা
অন্তরীক্ষে ওঠে বেটা রাখিতে আপনা।

অদেখা যুদ্ধ করে এখন রাবণনন্দন
চারি দ্বার চাপিয়া কৈল বান বরিষণ।
ইন্দ্রজিতায় দেখিতে না পায় বানরগণ
বানেতে বানরকটক হইল অচেতন।
অন্তরীক্ষে হইতে বেটা বলে মারমার
দশদিগ জল স্থল বানে অন্ধকার।
হিষবান বরিষয়ে রাবণনন্দন
দক্ষিন দ্বারে বানরকটক হইল অচেতন।
দক্ষিন দ্বার জ্বালিয় বেটা রাবণ কোঙর
মার২ করিয়া গেল পূর্ব্ব দ্বার।
পূর্ব্ব দ্বারেতে কোন বীর জাগে
কেবা জাগ যুদ্ধ আমি দেহ মোর আগে।
অনেক বানরকটক পড়ে বানের ঘায়
কোথা হইতে বান পড়ে দেখিতে না পায়।
বানেতে জর্জ্জর হইল যত বানরগণ
চাহিয়া বেড়ায় বেটা শ্রীরাম লক্ষ্মন।
রাম লক্ষ্মন দেখিয়া বেটা ইন্দ্রজিত হাসে
গালি পাড়ে ইন্দ্রজিত যত মনে আইসে।

লঙ্কাপুরী আসিয়া বেটা ভয় নাহি মনে
মানুষ হইয়া বেটা হিংসিস রাবনে।
নাহি জান রাবন রাজা সংগ্রামের শূর
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল কাঁপিল এ তিন পুর।
ইন্দ্রজিত নাম মোর তাহার তনয়
আগু বাড়াইয়া আসি কর পরিচয়।
শ্রীরাম বলেন বেটা শুন ইন্দ্রজিতা
মরিবার কারন রাবন হরিলেক সীতা।
লঙ্কাপুরী মজিবেক তোর বাপের পাপে
বংশে কেহ না থাকিবে সীতা দেবীর শাপে।
এত যদি দুই জনে হইল গালাগালি
দুই জনে যুদ্ধ বাজে দোঁহে মহাবলি।
বানেতে জর্জ্জর কৈল শ্রীরাম লক্ষ্মন
দুই ভাইয়ের কাটি পাড়ে হাতের শরাশন।
ইন্দ্রজিত বান এড়ে আগুনের জ্বলা
লাগাটে ফুটিয়া বানের রহিয়া গেল ফলা।

দুই ভাইয়ের অঙ্গে শোভা করে বানফলা
অঙ্গেতে সাজয়ে যেন রক্ত পদ্মমালা।
এত বানে ইন্দ্রজিতার ক্ষমা নাই মনে
নাগপাশ বান যোড়ে ধনুকের গুনে।
নাগপাশ যোড়ে বেটা করি বীরদাপ
এক কালে জন্মিল চৌরাশি কোটি সাপ।
সাপের মাতায় মনি ঝিকি২ জ্বলে
দুই ভাইয়ের বান্ধে আসি হাত পায় গলে।
পরলে২ যেন বেড়ায় সাপিনী
দুই ভাইয়ে বান্ধে যেন শুচের সিয়নি।
বন্ধনে পড়িল দোঁহে নাড়িতে নারে পাশ
স্বর্গেতে দেবতাগন ছাড়য়ে নিশ্বাস।
সর্ব্বাঙ্গ দুই ভাইয়ের ঘিরিতেছে বিষে
রাম লক্ষ্মন পড়িল বন্ধন নাগপাশে।
দুই ভাই ভূমে লোটায় বিচিত্র বেশ
চন্দ্র সূর্য্য যেন খসিল আকাশ।
ভূমে লোটান রঘুনাথ ছারখার বেশ
ধনুক বান লোটায় আর মাতার কেশ।

রণ জিনিয়া ইন্দ্রজিত পুরে সিংহনাদ
বাপের ঠাঞি যায় বেটা লইতে প্রসাদ।
বানরকটক মধ্যে বাদ্য বাজাইয়া
হেন বীর নাই তারে যুদ্ধ দেয় গিয়া।
আগে বাড়াইয়া পড়ে চন্দনের ছড়া
তাহার উপরে পড়ে পাটের পাছড়া।
হাতেক প্রমাণ পড়ে পুষ্প পারিজাত
তাহার উপরে পথ সুগন্ধি বহে বাত।
বাপের চরণে মাথা নোয়ায় তিন বার
সংগ্রামের কথা বেটা কহে বারেবার।
যত যুদ্ধ করিল বেটা কহে বাপের আগে
বানরকটক দেখি আমার কটক ভাগে।
বিক্রমে বিশাল দেখি সকল বানর
ভয় না করিয়া গেলাম বানরভিতর।
যেইমাত্র যুদ্ধ আমি করিলাম পাতাপাতি
সারথি মারিল মোর ভাঙ্গিল দণ্ড ছাতি।
আপনা রাখিতে আমি নারিলাম আপনি
প্রাণ লইয়া অন্তরীক্ষে করিলাম ও ঠানি।

তথায় দেখিলাম আমি রাক্ষস দুর্গতি
এক দণ্ডে পড়িল সকল সেনাপতি।
দশদিগ চাপিয়া আমি করিলাম অন্ধকার
বাণেতে বানরকটক মারিলাম অপার।
অনেক বানর মারি পাইলাম ব্যথা
রাম লক্ষ্মণ চাহিয়া বেড়াই তারা গেল কোথা।
কটকের আড়ে থাকে পশ্চিম দ্বারে
বাণে বিন্ধি দুই ভাই করিলাম জর্জ্জরে।
মণ্ডং করিলাম রামের মাতার টোপর
রক্তের পথ না থুইলাম শরীরভিতর।
ব্রহ্ম অস্ত্র নাগপাশ যুড়িলাম প্রতাপ
এক বাণে জন্মিল চৌরাশি লক্ষ সাপ।
সাপের মুখেতে বিষ অগ্নি হেন জ্বলে
হাত পা বান্ধিয়া রামের বান্ধিলেক গলে।
সর্ব্বাঙ্গে হইল রামের সাপের মিয়লি
গলায় টান পড়ে রামের বিষে হৈল কালি।
ত্রিভুবন জিনিয়া যদি করয়ে যতন
তবু না খসিবে রামের নাগপাশ বন্ধন।

রাম লক্ষ্মনের ডরে আর নাহি ডর
সীতা লইয়া কেলি কর লঙ্কার ভিতর।
হরিষে যুদ্ধের কথা মেঘনাদ কহে।
কোলে করিয়া রাবন রাজা চুম্ব দিল তাহে।
নানা অলঙ্কার দিল যাতার টোপর
কেলি করিতে বিদ্যাধিরী দিলেক বিস্তর।
প্রসাদ দিয়া রাবন রাজা নগুচগু
সবেমাত্র নাই দিল জত্র নবদগু।
প্রসাদ দিয়া রাবন রাজা পাঠায় বেটা
ডাক দিয়া আনিল রাক্ষসী ত্রিজটা।
পুষ্পক রথে সীতা দেবী লহত তুলিয়া
যানিক আইস বহিনি আকাশে বেড়াইয়া।
ইন্দ্রজিত বান্ধিয়াছে নাগপাশ দিয়া
আপনার চক্ষে সীতা দেখুক আসিয়া।
আমাসভার বোলে না পেত্তায় মন
আপনি দেখুক স্বামী দেবর লক্ষ্মন।

এত যদি ত্রিজটা রাবনের আজ্ঞা পায়
অশোকবনে আসিয়া সীতারে বার্ত্তা কয়।
রাম লক্ষ্মন পড়িল ইন্দ্রজিতার বানে
স্বামী দেবর দেখিবে যদি চল আমার সনে।
ত্রিজটার বোলে হইল সীতার প্রতীত।
রামের কথা শুনিয়া সীতা হৈল মূর্চ্ছিত।
চলিল সীতা দেবী ত্রিজটা সহিত
রথখান উঠিল আকাশে আচম্বিত।
নাগপাশে পড়িয়াছেন শ্রীরাম লক্ষ্মন
মাতায় হাত দিয়া সীতা করেন ক্রন্দন।
আমারে পোহাইল প্রভু আজিকার রাতি
অভাগিনী হারাইলাম রামহেন পতি।
মায়া মুণ্ড দেখাইয়া রাবন করিল নিরাশ
আমার তরে আছিল বন্ধন নাগপাশ।
বাপের বাড়ি যখন আমি ছিলাম শিশুকালে
অবিধবা বলিয়া মোরে সর্ব্ব লোকে বলে।
আমারে দেখিয়া বলিত সর্ব্ব লোক জন
সীতার শরীরে আছে সর্ব্ব সুলক্ষন।

সমান দশন সীতার পিয়ল পয়োধির
হরের ডম্বুর মাঝা দেখিতে সুন্দর।
পিঙ্গল কেশ নহে সীতার নাভিত গভীর
লক্ষ্মী কন্যা হন সীতা পরম সুস্থির।
বিযোত না দেখি সীতার হাতের কঙ্কন
সীতার শরীরে নাই বর্বালক্ষন।
এত সব লক্ষন যেই স্ত্রীলোকে ধরে
স্ত্রীর লক্ষনে স্বামী সুখে রাজ্য করে।
সর্ব্ব জনের বোল হইল বিদিত
আমার প্রভু ভূমে লোটায় দৈবের লিখিত।

বধিলা যে কাগাসুর তুষ্ট কৈলা ঋষিকুল
জনক রাজা অঙ্গীকার করি
মহাদের ধনুক খান ভাঙ্গিয়া পাইলা দান
বিভা কৈলা সীতাত সুন্দরী।
ভরত করিল স্তুতি তাঁহাতে না দিলা মতি
বনবাস সত্য করিলা ভর

খাটপাট সিংহাসন তাহে তোমার আরোহণ
হেন শরীর ধূলায় ধূষর।
সীতা নেহালিয়া কান্দে কেশপাশ নাহি বান্ধে
বিদেশেতে হারাইলা প্রাণ
কেবল দৈবের দোষে আইলা প্রভু বনবাসে
দুই ভাই শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
অযোধ্যার দণ্ডধর ত্রিভুবনে পুরস্কার
সাগর বাঁন্ধিয়া হইলা পার
আমি স্ত্রী অভাগ্যবতী হারাইলাম হেন পতি
প্রভুর মুখ না দেখিলাম আর।
দেবগনে করে পূজা হেলে মারে বালি রাজা
বধ কৈলা খর দূষণ
আমা করিতে উদ্ধার আইলে সাগর পার
আমার নহিল বিমোচন।
তোমার বাপের পুন্যে আমি যাই প্রভুর সনে
চল শীঘ্র করহ গমন
সীতার ক্রন্দন শুনি দেবে কহে আকাশবানী
শ্রীরামের নাহিক মরন।

না কর ক্রন্দন তুমি পাইবা আপন স্বামী
অকারনে করহ হুতাশ
তোমার উদ্ধার করি রাম যাবেন নিজ পুরী
নাচাড়ি রচিল কীর্ত্তিবাস।

কাতর হইয়া কান্দে সীতাও রূপসী
সীতারে প্রবোধি করে ত্রিজটা রাক্ষসী।
পুষ্পক রথ দেখ দেব অবতার
পুরুষ অসুরের এ নাহি সহে ভার।
সরূপেতে সীতা যদি হইত যে রাণ্ডী
রথখান ফেলি তব দেব নাহি খণ্ডি।
না কান্দ২ সীতা ত্যজ অভিমান
দিন দুই চারি রহি যাহ রামের স্থান।
বিস্তর কাল গেল সীতা অল্প কাল আছে
হিয়া সুখাইয়া সীতা মরে থাক পাছে।
লঙ্কার রাক্ষস সব দেখ মহাবীর
শ্রীরাম লক্ষ্মণ বাণে লোটায় শরীর।

হাতি ঘোড়া পড়িয়াছে লেখা নাহি যায়
রথ রথী চুর দেখে ঈশ্বর কৃপায়।
এতেক ত্রিজটা তারে দিলে পাতিয়ান
অশোকবনে গেলেন পুনঃ ছিলেন যে স্থান।
যেইমাত্র গেল সীতা অশোকের ওড়ি
হাতে অস্ত্র ঘিরিলেক রাবনের চেড়ী।
দুই ভাই পড়িয়াছে বন্ধন নাগপাশ
মাতায় হাত দিয়া সীতা তুলিছে হুতাশ।
নীল সেনাপতি কান্দে চক্ষে বহে লো
বিনিয়াং কান্দে বরুনের পো।
দেখিয়া সুগ্রীব রাজা হইল কাতর
দুই চক্ষে পড়ে ধারা বুলায় বুঘর।
কোন কার্য্যে আইলাম মিতার সহিত
সকল থাকিতে কেন তুমি হৈলা হত।
লঙ্কায় আসিয়া সভে হারানু তোমারে
কোন মুখে যাব আর কিষ্কিন্ধ্যা নগরে।
কিষ্কিন্ধ্যার রাজ্য ভোগ দূরেতে ত্যজিয়া
সকল বানর মারি সাগর বেড়িয়া।

তোমারে বলি শুন সুষেণ বেজ বীমন্তরী
রাম লক্ষ্মণ লইয়া যাহ কিষ্কিন্ধ্যা নগরী।
পর্ব্বত ঔষধি দিয়া দড় কর মিত
তবে সে শশুর মোর বড় কর হিত।
সবংশে মারিতে পারি লঙ্কার রাবন
তবে সে শশুর মোর দেশেরে গমন।
দুরে থাকিয়া দেখে তাহা রাক্ষস বিভীষন
কি করিব২ ভাবে মনেমন।
কোন বীর লইয়া পড়িল আথান্তর
থানা ভাঙ্গিয়া কান্দে কেন সকল বানর।
সুগ্রীব কান্দে আর অঙ্গদ যুবরাজ ভাজি কায
সভে মেলি ডাকিছে কেন শ্রীরাম রাজ।
চিন্তা করিতে বিভীষন আইল সত্বর
ইন্দ্রজিত বলিয়া পলায় সকল বানর।
বিভীষন ইন্দ্রজিত দোঁহে একই আকৃতি
বিভীষন দেখিয়া পলায় সকল সেনাপতি।
ডাক দিয়া বলিছে অঙ্গদ যুবরাজ
কেন পলাইয়া যাও মুণ্ডে পড়ুক বাজ।

হানা দিয়া ইন্দ্রজিত গেল নিজ ঘরে
ইন্দ্রজিত বলিয়া পলায় সকল বানরে।
দেশেরে পলাইয়া যাবে যাও গোয়ের সাথে
তথা যাইয়া সুগ্রীব রাজা গাড়িবে এক থাদে।
সেই যাও গোয়ের যদি থাকেত বাসনা
নেওটিয়া সব বানর রাখ নিজ থানা।
বিভীষন বলে মিতা শুন দুই জনা
রাক্ষসের বন্ধনে কেন পাসর আপনা।
অস্ত্র মুখ হইয়া বলে রাক্ষস বিভীষন
পাপিষ্ঠ ভাই যার আছেত রাবন।
পলাইতে দেশ নাই যাব কোন দেশ
আকাশ সাগরে গোসাঞি করাইলা পুবেশ।
তিন জন যাউক সকল রাজ্যসুখ
অনম সফল করি দেখি চাঁদ মুখ।
সুগ্রীব বিভীষনের ক্রন্দনের রোল
নড়িতে নারেন রাম স্থির বলেন বোল।
সকল এড়িয়া বিভীষন আমা কৈলা সার
চিন্তা গুনে বিভীষন না দেখি নিস্তার।

স্ত্রী পুত্র এড়িয়া বিভীষন আইলা মোর পাশ
বিভীষনে যত বলিলাম হইল ওপহাস।
বিভীষন রাজা করিব করিনু অঙ্গীকার
শুধিতে নারিনু আমি বিভীষনের ধার।
সুগ্রীব বিভীষনের কাছে সত্যে বন্ধি হই
সত্যে পার না হইতে ভাগ্যে হৈল এই।
বালি রাজা মারি বড় পাই লাজ
আমা দেখি পালিহ অঙ্গদ যুবরাজ।
নাগপাশ বন্ধন মিত্তা হইল মোর তরে
সীতার লাগিয়া মোর লক্ষ্মন ভাই মরে।
মাতা পিতা ছাড়িয়া লক্ষ্মন আমা কৈল সার
বিদেশে আসিয়া মোর লক্ষ্মন গেল মার।
প্রানের দোষর লক্ষ্মন গুনের ভাই
সীতালাগিয়া আমি লক্ষ্মনে হারাই।
সীতার ওদ্ধার করিতে লক্ষ্মন ভাই মরে
কাচের বদলে মানিক হারাইনু সাগরে।

আমার বোলে অযোধ্যায় চল হনুমান
আমার সমাচার কবে সভাবিদ্যমান।
কৌশল্যা মায়েরে কবে মোর নমস্কার
কৈকেয়ী মায়েরে কবে এ গতি আমার।
সুমিত্রা মায়েরে কবে মোর কৃতাঞ্জলি
রাবনের হাতে লক্ষনে দিলাম ডালি।
আসিবার কালে মাতা লক্ষনে লইয়া
মোর হাতে২ মাতা দিল সমর্পিয়া।
পাপিষ্ঠ ভাই আমি বড়ই চণ্ডাল
হারাইনু লক্ষ্মণ ভাই বিক্রমে বিশাল।
ভরত শত্রুঘ্নেরে কহিবে সমাচার
জন্মমত ভাই২ দেখা নাই আর।
রাজ্য করুন ভরত ভাই আপনার মনে
বাদ বিসম্বাদ যেন না করে কার সনে।
রাজ্য সমেত কহিবে আমার যোড়হাত
জন্মমত বিদায় হইলেন রঘুনাথ।
বিষে গা ঘিরিছে রামের দেখে বানরগন
সীতার শোকেতে রাম কান্দি অচেতন।

ভাগ্যযত সীতা দেবী হারাইনু তোমারে
অশোকবনে রহিলা তুমি রাক্ষসের ঘরে ।
বাপের সত্য পালিতে আমি আইলাম বনে
সব ত্যাগ করি সীতা আইলা আমার সনে ।
সেবা করিতে আইলা তুমি হইয়া কুতুহলী
বিদেশে রাক্ষস হাতে তোরে দিনু ডালি ।
অকৃতী স্বামী আমি বড় অভাজন
রাক্ষসের হাতে তোমা কৈনু বিতরণ ।
অযোনি সম্ভবা সীতা লক্ষ্মী অবতার
বড় মনে ছিল তোমা করিব উদ্ধার ।
বালি রাজা মারিয়া সুগ্রীবে মিত করি
সাগর বন্ধন করি আইলাম লঙ্কাপুরী ।
নাগ পাশ অস্ত্র হইয়াছে মোর তরে
তোমার লাগিয়া দেখ লক্ষ্মণ ভাই মরে ।
কান্দিয়া অস্থির হইল জগতের নাথ
ব্রহ্মা আদি ইন্দ্র দেব নাহি পান স্বাস্থ ।
পবনে ডাকিয়া ইন্দ্র বলিল আপনে
শিরে২ কহ তুমি রঘুনাথের কানে

নাগপাশে ব্যস্ত হৈয়া পাসর আপনা
আপন বাহন স্মরণ কর গরুড় পক্ষী জনা।
ইন্দ্র আজ্ঞায় পবন কহে রামের কানে
আপন বিস্মৃতি কেন হৈয়াছ আপনে।
আপনি বিষ্ণু রঘুনাথ বান্ধা নাগপাশে
একবার স্মরণ কর গরুড় উদ্দেশে।
পবনের বোলে রাম হৈল চমৎকার
গরুড়২ বলি ঘন পাড়িল হাকার।
গরুড়২ বলি ডাকিছে রঘুমনি
গরুড়ের কপালে টনক পড়য়ে তখনি।
জম্বুদ্বীপের পার গরুড় কুশদ্বীপে চরে
গিলিয়াছিল অজগর উগারিল তারে।
গরুড় আইসে তার শব্দমাত্র শুনি
মাতা তুলিয়া এক দৃষ্টে চাহে যত ফনী।
দূরে হইতে ফনী গরুড়ের গন্ধ পায়
ক্রমে২ বন্ধন খশি ভুজঙ্গ পলায়।
নিকটে লাগয়ে গরুড় পক্ষের বাতাস
রাম লক্ষ্মণের খশে বন্ধন নাগপাশ।

নাগপাশে মুক্ত হইয়া বসেন রঘুনাথ
গরুড় সম্মুখে রাম যোড় করেন হাত।
রাম বলেন গরুড় কৈলা আমার উদ্ধার
প্রসাদ দিতে প্রসাদ নাই ধারি তোমার ধার।
এক প্রসাদ দিতে পারি লহ আলিঙ্গন
গরুড়েরে কোল দিল শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
কোল দিয়া রামচন্দ্র আপনা পাসরে
তবে রঘুনাথ বলে গরুড়ের তরে।
বন্ধু বান্ধব বাপ নহ নহ মিত্র আমার
তোমা হৈতে নাগপাশে হইলাম উদ্ধার।
পক্ষী বলে আমার পুত্রে তোমার বাপের মিত্র
তেকারনে আমি তোমার করিলাম হিত।
সবংশে মরিবে যদি লঙ্কার রাবন
তবে সে জানিবে তুমি ইহার কারন।
আর এক বচন বলি শুন সাবধানে
নাগপাশ এড়িলে সংহারি গরুড় বানে।
রামের তরে পক্ষী বলিল উপদেশে
দুই পাক্ষা সারিয়া পক্ষী উঠিল অকাশে।

গরুড়ের বচনে বানরগন নাচি
রাক্ষস মারিতে বানর দন্ত কিচিমিচি।
দুই ভাই দেখিয়া বানর হইল হরষিত
বিভীষন আদি সভে হইল আনন্দিত।
গাছের উপরে উঠি করে পুষ্প বরিষন
গাছ ছাড়িয়া নাচে কেহ উল্লাষিত মন।
হেট মাতায় নাচে কেহ কেহ এক পায়
উল্লাষিত হইয়া কেহ নাচিয়া বেড়ায়।
সুগ্রীব বিভীষনেরে রাম দিয়াছেন কোল
কার সনে হাতাহাতি কার সনে বোল।
রামচরিত্র শুনিতে যার হরিষ বদন
তার তরে বর দেন শ্রীরাম লক্ষ্মন।
রামায়ন শুনিতে যাহার নাহি সাবে
দুঃখে দ্বার খুলিয়া সুখের দ্বার রোবে।
রামগুন শুনিতে যাহার অভিলাষ
তাহার তরে বর দেন বায়ু উনপঞ্চাশ।
রামচরিত্র শুনিতে যার মনে বড় সুখ
বিষ্ণুলোক পাইবেক খণ্ডিবেক দুঃখ।

যেই জন শুনে ভনে রামের কাহিনী
বিষ্ণুর সমান করিয়া তার তরে গনি।
যেই জন শুনে ভনে রামের গুন কথা
রামের সম যাওে তার নাগপাশ ব্যথা।
রামের নাম শুনিলে অশেষ পাপ যাওে
হেনমতে চাষা কৈল কীর্ত্তিবাসের তুণ্ডে।

বানরের কোলাহল গগনে গিয়া লাগে
লঙ্কাপুরির স্ত্রীপুরুষের নিদ্রা ভাঙ্গে।
রামজয় বলিয়া বানর ছাড়ে সিংহনাদ
লঙ্কায় রাবন রাজা গনিছে পুমাদ।
ডাকিয়া আনেন সেনাগন আপন গোচর
রাম লক্ষ্মন বার্ত্তা পাইয়া হরিষ অন্তর।
রাম লক্ষ্মন পড়িয়াছিল ইন্দ্রজিতার বানে
বিসাদ হইয়াছিল হরিষ কি কারনে।
রাজার আজ্ঞায় রাক্ষস গাছে চড়িয়া যায়
রাম লক্ষ্মন জীল বলিয়া রাক্ষস বার্ত্তা পায়।

বানরের রোল হইল দুই প্রহর রাতি
শয্যা হইতে উঠিয়া বৈশে লঙ্কার পতি।
কান পাতিয়া শুনে রাজা বানরের কলকলি
খাটপাট ত্যজে রাজা আর নেতের তুলি।
রাবনের বাদ্য বাজে পঞ্চম প্রকারে।
পাত্রমিত্র লইয়া রাজা উঠল প্রাচীরে
দেখিয়া শুনিয়া রাজা মাকে দিল হাত
ধুম্রাক্ষ বলিয়া রাজা ঘন পাড়ে ডাক।
রাহিল ধুম্রাক্ষবীর বিক্রমে অপার
রাজার কাছেতে মাতা নোওয়ায় তিনবার।
জুঝিবার তরে তারে করে সম্বিধান
রাজ আভরন দিয়া তারে করিল সম্মান।
হস্তী ঘোড়া দিল তারে প্রচুর সাজন
পঞ্চ শব্দে বাদ্য দিল বাজায় বাজন।
সারথি সাজিল রথ সংগ্রামে গহন
সংগ্রামের রথ যোগায় যে তৎক্ষন।
রাজ প্রদক্ষিন করিয়া রথের উপর চড়ে
হস্তী ঘোড়া ঠাট কট কনড়ে ঘড়েং।

ধুলায় অন্ধকার হইল নাই দেখি বাট
দুই প্রহরের পথ আড়ে যোড়ে ঠাট।
কটকের পদভরে কাঁপেত মেদিনী
ধুম্রাক্ষের কটক নড়ে দুই অক্ষৌহিনী
ধুম্রাক্ষ বীর সাজ করে বিবিধ বিধানে
যাত্রাকালে অমঙ্গল দেখে স্থানে২।
আওদড় চুলে ভিক্ষা মাগয়ে যোগিনী
রথে২ ওঠে বেশে সুকিনী গৃধিনী।
পক্ষিগন রা কাড়ে শুনিতে কর্কশ
ধুম্রাক্ষ বলয়ে মোর হইবে অপযশ।
যাত্রাকালে অমঙ্গল দেখে পথে২
সাত পাঁচ ভাবি বীর চড়ে গিয়া রথে।
বাহুড়িয়া যাই যদি যাত্রার দোষে
ঘরে গেলে রাবন রাজা মারিব সবংশে।
যে হওক সে হওক চিন্তি চণ্ডির চরন
তাহার প্রসাদে জিনিব আজিকার রন।
যাত্রাকালে অমঙ্গল দেখিল অপার
মার২ করি গেল পশ্চিম দুয়ার।

বানরকটক দেখি জ্বলিয়া গেল কোপে
গালাগালি পাড়ে তখন মনের পরিতাপে।
পাতা লতা খাও বানর পরিধান কাছুটি
পাতা লতা ছিঁড়ে লঙ্কায় করয়ে ছটফটি।
সুগ্রীবের কাল গেল পলাইতে বনে ডালে
মরিবার তরে আইলা লঙ্কার ভিতরে।
হাপুত্তির পুত্র তুই শ্রীরাম তপস্বী
ওখাড়িয়া মরিবারে লঙ্কাপুর আসি।
বানরকটক বলে তোরা রাক্ষস জাতি
গাছ পাতরে সাগর বান্ধে সুগ্রীব নৃপতি।
অতয় সুগ্রীব রাজা অতয় তার স্কন্ধ
গাছ পাতরে বান্ধেন সাগরে সেতু বন্ধ।
জ্যেষ্ঠ থাকিতে কেন কনিষ্ঠে রাজ্য তার
ভরতেরে রামচন্দ্র দিলেন রাজ্যভার।
জ্যেষ্ঠ ভাই মারিবেন লঙ্কার রাবণ
কনিষ্ঠ ভাই রাজ্য করিবেন ধার্ম্মিক বিভীষণ।
কুপিল ধূম্রাক্ষ বীর অগ্নি হেন জ্বলে।
ঘৃত দিলে অগ্নি যেন অধিক ওথলে।

খাওার কোপে বানরের মাতায় হানে
ভঙ্গ দিয়া পলায় বানর মুখ না পাতে রনে।
দুরে থাকি হনুমান দেখে বানরের ভঙ্গ
ধুম্রাক্ষের সম্মুখে আইল দিয়াত তরঙ্গ।
পক্ষী মারি বেড়াসি বেটা কিবা নাম যশ
আমার সনে যুদ্ধ কর বুঝিব সাহস।
পক্ষী মারিয়া বেটা কোন প্রয়োজন
তোমায় আমায় যুদ্ধ করি মরে কোন জন।
রাক্ষস বলে তোরে পাইলে আনে নাহি চাই
মোর ঠাঁই পড়িলে আজি তোর জীবন নাই।
এত যদি দুই জনে হইল গালাগালি
দুই বীরে যুদ্ধ করে দোঁহে মহাবলী।
দশ যোজন হনুমান পাতর আনে দুইখান
রথের ওপর ফেলি ডাকে হান২।
রথ ঘোড়া সারথি হইল চুরমার
রথ এড়ি ধুম্রাক্ষ বীইল আরবার।
ধুম্রাক্ষের হাতে ছিল বিষ লোহার গদা
গদার আসে পাশে বাজে জয়মঙ্গল ঘণ্টা।

দেব দানব গন্ধর্ব্বগণের মনে ভয় লাগে
হাতে গদা করি গেল হনুমানের আগে।
দোহাতিয়া বাড়ি মারে হনুমানের বুকে
হনুমানের বুক যেন বজ্রময় দেখে।
বুকেতে ঠেকিয়া গদা হইল খানং
কোপ করি হনুমান পাসরে আপন।
এখন আইসহ আমি বুঝি তোমার বল
হনুমান বলে গদা তোর গেল রসাতল।
বজ্রচাপড় এক মারে তার শিরে
কাতর হইয়া পড়ে ভূমের উপরে।
কুপিল হনুমান সংগ্রামের শূর
লাথি মারি ধূম্রাক্ষের কায় কৈল চূর।
পড়িল ধূম্রাক্ষ বীর সমরে দুর্জ্জয়
সকল বানর ডাকিয়া করে জয়জয়।
ধূম্রাক্ষের সেনা ছিল দুই অক্ষৌহিনী
সকল পলাইয়া যায় লইয়া পরাণী।
ভগ্ন পাইক কহে গিয়া রাবণগোচর
ধূম্রাক্ষ পড়িল বার্ত্তা শুন লঙ্কেশ্বর।

শুনিয়া রাবন হইল স্বলন্ত অগিনি
অকম্পন মহাবীরে ডাক দিয়া আনি।
অকম্পনে বলে তুমি প্রধান সেনাপতি
আজিকার যুদ্ধে তুমি কর অবগতি।
বীরের ভিতরে তুমি মহাবীর গনি
তোমার সহায়ে আমি দেবগন জিনি।
বাছিয়া কটক লহ আপনার মনে
ত্বরিতে বান্ধিয়া আন শ্রীরাম লক্ষ্মনে।
এতেক বলিয়া রাজা অকম্পনে তোষে
যুঝিবারে যায় বীর রাজার আদেশে।
সারথি সাজাইল রথ সংগ্রামে গহন
অকম্পনের আগে লইয়া যোগায় তখন।
রাজ প্রদক্ষিন করি রথের উপর চড়ে
হস্তী ঘোড়া ঠাট কটক নড়ে ঘড়েং।
কটকের পদভরে কাঁপেত মেদিনী
অকম্পনের সেনা চলে দুই অক্ষৌহিণী।

আচম্বিতে গৃধিনী পড়িল রথধ্বজে
উপড়িয়া রথের ঘোড়া যায় মন্দ তেজে।
যাত্রাকালে রথের ঘোড়ার চক্ষে পড়ে পানি
সারথির হাত হইতে খশিল পাঁচনি।
অকম্পন মহাবীর বলে সর্ব্ব লোকে
যাত্রাকালে বীর সব অমঙ্গল দেখে।
যাত্রাকালে বীর সব দেখে অকুশল
মারং করিয়া পশ্চিম দ্বার গেল।
রাক্ষস বানরে যুদ্ধ হইল অপার
রণধূলায় দশ দিগ হইল অন্ধকার।
অন্ধকার হৈল কেহ না চিনে আপন পর
রাক্ষসেং গালি বানরে বানর।
রক্তে কাদা হৈল মাত্র ধুলা নাই উড়ে
দেখাদেখি যুদ্ধ এখন দুই কটক পাড়ে।
রাক্ষসগন বান এড়ে ধনুকে শিক্ষা
পড়িল অনেক বানর নাই লেখাজোখা।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র সরভ কুমুদ সেনাপতি
বানরের ভঙ্গে রোষে এ চারি ব্যক্তি।

চারি বীর গাছ পাতর করে বরিষন
চতুর্দ্দিগে ভঙ্গ দিয়া পলায় রাক্ষসগন।
সারথিরে আজ্ঞা করে বীর অকম্পন
ঝাট রথ চালাহ মারিব চারি জন।
অজয় অমর মহেন্দ্র বানরে বাখানে
আগে ভঙ্গ দিল সেই অকম্পনের বানে।
সহস্র কোটি বানরের কুমুদ ঠাকুর
অকম্পনের বানেতে ধাইয়া গেল দূর।
এক্কেশ্বর নল বীর করিল সেতু বন্ধ
অকম্পনের বানেতে তার লাগে ধন্দ।
বীরের ওপরে বীর সরভ মহাবলী
পলাইয়া যায় সেই আওদড় চুলি।
সেনাপতি ভঙ্গ দিল ঠাট কটক ভাঙ্গে
এক লাফে হনুমান আইল তার আগে।
হনুমান মহাবীর অসম সাহস
পলাইয়া জিল চারি বীর পুনঃ হৈল রোষ।
হনুমান দেখিয়া কহিল অকম্পন
হনুমান ওপরে করে বান বরিষন।

এক লক্ষ বান মারে হনুমানের বুকে
ফাঁফর হইল হনুমান ঘোরে ঘন পাকে।
আপনা সম্বরিয়া ওঠে বীর হনুমান।
ওপাড়িল শালগাছ দিয়া এক টান
শালগাছ ওপাড়িল পবননন্দন
দীর্ঘল শালগাছ সেই দশ যোজন।
শালগাছ এড়ে যেন মেঘের বন্ধান
অকম্পনের বানে গাছ হৈল খানং।
শালগাছ কাটা গেল হনুমান চিন্তিত
পর্ব্বতের চূড়া ভাঙ্গি আনে আচম্বিত।
বাহুর বলে এড়িলেক পর্ব্বতের চূড়া
অকম্পনের বানেতে পর্ব্বত হইল গুড়া।
লাফ দিয়া হনুমান তার রথে চড়ে
রথ হইতে অকম্পনের চুলে ধরে পাড়ে।
চুলে ধরি অকম্পনে মারিল আছাড়
মাতার খুলি ভাঙ্গি তার চূর্ণ হইল হাড়।
পড়িল অকম্পন বীর সংগ্রামে দুর্জ্জয়
সব বানর মেলি ডাকে রামজয়ং।

ভগ্নপাইক কহে গিয়া রাবনগোচর
অকম্পন পড়িল বার্ত্তা শুন লঙ্কেশ্বর।
অকম্পন পড়িল যদি চিন্তিত রাবন
যুঝিবারে বজ্রদন্তে ডাকিল তখন।
রাবন বলে বজ্রদন্ত শুন নিশাচর
রাম লক্ষ্মন বান্ধিয়া আন মারিয়া বানর।
হাতে অস্ত্রে ইন্দ্র যদি আইসে তোর আগে
আছুক যুঝিবার কায দরশনে ভাগে।
বাজিয়া কটক লহ আপনার মনে
ঝাট করি বান্ধি আন শ্রীরাম লক্ষ্মনে।
এতেক বলিয়া রাজা বজ্রদন্তে তোষে
যুঝিবারে চলে বীর রাজার আদেশে।
রাজার আদেশ পাইয়া হরিষ অন্তর
যুঝিবারে বজ্রদন্ত চলিল সত্বর।
পায়ের ধুলা দেহ রাবন এই আমি নড়ি
রাম লক্ষ্মন মারি গিয়া করি হুড়াহুড়ি।

বক্রদন্তের বচনে হৈল হরষিত
রাজপ্রসাদ দিল তারে করিয়া ভুষিত।
সারথি আনিল রথ সংগ্রামে গহন
সংগ্রামে যোগায় রথ করিয়া সাজন।
রাজপ্রসাদ পাইয়া বীর রথে গিয়া চড়ে
হস্তী ঘোড়া ঠাট কটক লড়ে দড়েং।
উচ্চৈঃশ্রবার সমান রথের অষ্ট ঘোড়া
জ্বলন্ত অগ্নি যেন হাতের ঝকড়া।
আসেপাশে যোগান বীরের সহস্র যোগানি
জাঠি ঝকড়া শেল খাণ্ডা ঝিকিমিনি।
কটকের পদধূলি গগনেতে লাগে
তাহার চাপ দেখিয়া রিপু দশদিগ ভাগে।
তবে যাত্রা করি বীর চলে সাবধানে
যাত্রাকালে অমঙ্গল দেখে স্থানেস্থানে।
অমঙ্গল ধ্বনি করে পক্ষী পাখালি
বামে সর্প দেখে বীর ডাহিনে শৃগালি।
যাত্রাকালে অমঙ্গল দেখিছে অপার
মারং করি গেল পশ্চিম দ্বার।

দুই দলে যুদ্ধ তবে হইল বিস্তর
গাছ পাত্তর লৈয়া যুঝে সকল বানর।
বানরকটক ফেলে গাছ পাত্তর
লেখাজোখা নাহি রাক্ষস পড়িল বিস্তর।
খণ্ডং হইল রাক্ষস তিতিল রকতে।
সহিতে না পারি রাক্ষস পলায় চারি ভিতে।
ভঙ্গ দিয়া পলায় রাক্ষস নাহি রহে
একেশ্বর বক্রদন্ত সংগ্রাম সব সহে।
ঝাকেং বান মারে বানর উপর
সহিতে না পারে কেহ হইল ফাঁফর।
আপনি সুগ্রীব রাজা আইসেন দাপে।
সুগ্রীবের দর্প দেখি সব দেব কাঁপে
মহাবীর সুগ্রীব রাজা সূর্য্যের নন্দন
ঝঞ্ঝনাশয়ান বীর করিছে গর্জ্জন।
বক্রদন্ত বলে সুগ্রীব তুমি বনে ছিলে
এতেক বিক্রম তোর না দেখি কোন কালে।
সুগ্রীব বলেন বিবাদ নাহি কার সনে
আমার বিক্রম নাহি জান তেকারনে।

তোর ওপর আজি মোর বিক্রম পরিক্ষা
মোর ঠাঁই পড়িলে তিলেক নাহি রক্ষা।
আজিকার দিন তোর আমি দেখিব বিক্রম
তোরে আছাড়িয়া আমি দেখাইব যম।
কুপিল বক্রদন্ত বান যুড়িল ধনুকে
তিন শত বান মারে সুগ্রীবের বুকে।
লাফ দিয়া সুগ্রীব বীর তার রথে চড়ে
বক্রদন্তের গালেতে মারিল এক চড়ে।
শালগাছ ওপাড়িয়া আনে আচম্বিতে
এড়িলেক শালগাছ বক্রদন্তিতে।
শালগাছ দেখি বীর পুরিল সন্ধান
বক্রদন্তের বানে গাছ হইল খানখান।
গাছ গেল কাটা তবে মারে তার ঘোড়া
এক ঘায়ে বক্রদন্তের রথ কৈল গুড়া।
ঘোড়া সারথি পড়িল নাহিক দোষর
হাতে গদা বক্রদন্ত যুঝে একেশ্বর।
বানের ওপরে করে বান বরিষন
অনেক বানর পড়ে তাজিয়া জীবন।

গদার বাড়িতে বানরে করিলেক হেজ
সুগ্রীব বলে ভাল বড়াঁই কর গদার তাজা।
দুই হাত তুলিয়া পাতিয়া দিল বুক
মার দেখি গদা বানর দেখুক কৌতুক।
বুক পাতিয়া দিল বানর অধিপতি
গদার বাড়ি মারে রাক্ষস প্রানশকতি।
বজ্রময় বুক তার বজ্রেতে বাখান।
বুকেতে ঠেকিয়া গদা হইল খানং।
সুগ্রীব বলে তোর গদা গেল রসাতল
মোর ঘা সহ এখন বুঝি তোমার বল।
ওপাড়িয়া আনে রাজা দারুন পাতর
পাতর লৈয়া ওঠে বীর গগন ওপর।
এড়িল সুগ্রীব পাতরখান দারুন কোপে
পড়িল বজ্রদন্ত তবে পাতরের চাপে।
রন জিনিয়া সুগ্রীব রাজা ছাড়ে সিংহনাদ
মধু পান করিয়া রাজা পাসরে অবসাদ।
ভগ্নপাইক কহে গিয়া রাজার গোচর
বজ্রদন্ত পড়িল বার্ত্তা শুন লঙ্কেশ্বর।

বক্রদন্ত পড়ে শুনি রাবন চমৎকার
প্রহস্ত সেনাপতিরে ডাকিল আরবার।
রাবন বলেন মামা শুন আমার বচন
সাবধান হৈয়া তুমি কর গিয়া রন।
তুমি কুম্ভকর্ন কুম্ভ নিকুম্ভ ইন্দ্রজিত
এই সব বীর আছে সংগ্রামে পূজিত।
বাছিয়া কটক লহ সংগ্রামে প্রবীন
রাম লক্ষ্মন বান্ধিয়া আন আমাবিদ্যমান।
রাম লক্ষ্মন মার আর যতেক বানর
বিলম্ব না কর মামা চলহ সত্বর।
মহাবিনু মহানাদ দুই মহাবীর
যার বানে দেব দানব কেহ নহে স্থির।
দুই সেনাপতি লহ সংগ্রামে যুঝার
রাম লক্ষ্মনে মারিয়া মামা করহ উদ্ধার।
প্রহস্ত বলেন ভাগিনা করিলা আদেশ
তোমার আজ্ঞায় রনে করিব প্রবেশ।
তিন জন ভাগিনা তোমার তরে রাখি
অগ্নি জ্বালে মারিতে পারি যদি তুমি সুখী।

মায়ার কথা শুনিয়া রাবন আনন্দিত
প্রসাদ অভরন দিয়া করিল ভুষিত।
মাতার মুকুট দিল তাঁরে গজমতি হার
ঘোড়া ভির চাল দিল সানাই তাহার।
কর্নের কুণ্ডল দিল মস্তকের মনি
নানা বর্নে হার দিল ভুষন আপনি।
সারথি সাজাইল রথ সংগ্রামে গহন
সংগ্রামের রথ আনি যোগায় তৎক্ষন।
রাজসন্মান পাইয়া রথের ওপর চড়ে
হস্তী ঘোড়া ঠাট কটক নড়ে ঘড়েঘড়ে।
আর দুই রথ লইয়া যোগায় সারথি
মহাবির মহানাদ চড়ে শীঘ্রগতি।
কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিনী
প্রহস্ত বীরের কটক নড়ে ছয় অক্ষৌহিনী।
সাজন রথের ওপর লক্ষ দামা বাজে
হাতে থালে যোগিনী দেখে পথের মাঝে।
যাত্রাকালে অমঙ্গল দেখিছে অপার
মারমার করিয়া পড়ে পশ্চিম দ্বার।